আমেরিকার নানা অঙ্গ রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে মুসলিম জনসংখ্যা

সারে-জমিন

দোলে জামালপুরের পর খন্ডঘোষে সংঘর্ষ, নিহত ১

রূপসী বাংলা

পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহ.-এর কি সরকারি সম্মান প্রাপ্য নয়?

সম্পাদকীয়

বিদ্যাধরী নদীর পাড়ে সরকারি জমিতে হচ্ছে অবৈধ নির্মাণ

সাধারণ

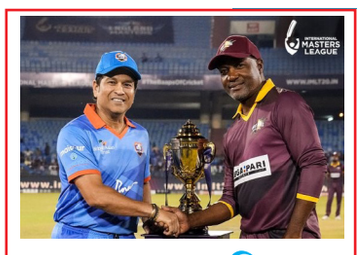

লারাদের হারিয়ে 'বুড়ো'দের মাস্টার্স জিতে নিল ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১৮ মার্চ, ২০২৫
৩ চৈত্র ১৪৩১
১৭ রমজান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 75 ■ Daily APONZONE ■ 18 March 2025 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

তেলেঙ্গানা বিধানসভায় পিছড়ে বর্গ সংরক্ষণ ৪২ শতাংশ করতে বিল পাস

আপনজন ডেস্ক: সোমবার তেলেঙ্গানা বিধানসভায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ ও শহুরে স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্বাচনে অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ বাড়িয়ে ৪২ শতাংশ করার জন্য দুটি বিল পাস হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী এ রেবন্ত রেড্ডি, যিনি বিলগুলিকে সমর্থন করার জন্য সমস্ত দলের সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন যে তিনি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসদের ৪২ শতাংশ সংরক্ষণ প্রদানের জন্য সংসদের অনুমোদন করার প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেবেন। (কারণ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসদের ৪২ শতাংশ সংরক্ষণের বিধান কোটার ৫০ শতাংশের ঊর্ধ্বসীমা লঙ্ঘন করবে)। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে সমস্ত দলের নেতারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে দেখা করে দাবি জানান, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস সংরক্ষণ ২৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪২ শতাংশ তারা করতে চান। মুখ্যমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি, বান্দি সঞ্জয় কুমার এবং বিজেপি বিধায়কদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই সুপারিশ করারও আহ্বান জানিয়েছেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি বিলে কেন্দ্রের সম্মতি পাওয়ার চেষ্টার অঙ্গ হিসেবে বিষয়টি সংসদে উত্থাপনের অনুরোধ জানান তিনি। তাঁর দাবি, জনসংখ্যার কোনও তথ্য না থাকায় সংরক্ষণের উপর ৫০ শতাংশ ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রেবন্ত রেড্ডি জানিয়েছেন, তেলেঙ্গানা সরকার দেশে প্রথমবার একটি স্বচ্ছ জাতি সমীক্ষা চালিয়েছে, যেখানে দেখা গেছে যে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসদের জনসংখ্যা ৫৬.৩৬ শতাংশ।

দিল্লিতে পার্সোনাল ল বোর্ডের বিক্ষোভে সামিল বিরোধী সাংসদরা

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার

আপনজন ডেস্ক: সোমবার দিল্লির যন্তর মন্তরের সামনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি) বিতর্কিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছে। তাদের সেই প্রতিবাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বেশ কয়েকজন বিরোধী দলের নেতা সেখানে অংশ নিয়ে এই বিলটিকে 'কালো বিল' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

কংগ্রেস, এআইএমআইএম, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, মুসলিম লিগ, আম আদমি পার্টি, এনসিপি, সিপিআইএম, সিপিআইএমএল সহ বেশ কয়েকটি বিরোধী দলের নেতারা ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ডাকা বিশাল প্রতিবাদে যোগ দেন। 'উই রিজেক্ট ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৪' শিরোনামে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এআইএমআইএম সুপ্রিমো আসাদুদ্দিন ওয়াইসি, মহুয়া মৈত্র (তৃণমূল কংগ্রেস), তরুণ গগৈ ও ইমরান মাসুদ (কংগ্রেস), মাহমুদ মাদানি (জমিয়তে উলেমায়ে-হিন্দ), খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি (ইসলামী ফিকহ একাডেমি), সৈয়দ সাদাতুল্লাহ হুসাইনি (জামায়াতে ইসলামি হিন্দ), ধর্মেন্দ্র প্রধান (সমাজবাদী পার্টি), দীপঙ্কর ভট্টাচার্য (সিপিআই-এমএল) প্রমুখ। শিখ সম্প্রদায়ের সদস্যরা ছাড়াও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরাও প্রতিবাদস্থলে বক্তব্য রাখেন।

এআইএমপিএলবির সাধারণ সম্পাদক ফজলুর রহিম মুজাদ্দিদি বলেন, ওয়াকফ সংশোধনী বিল আইনের নামে নৈরাজ্য ছড়ানো এবং ওয়াকফের সুরক্ষা ও স্বচ্ছতার নামে ওয়াকফ সম্পত্তি ধ্বংস ও দখলের ষড়যন্ত্র। তাই সরকারের কাছে আমাদের দাবি, তারা যেন এই পদক্ষেপ বন্ধ করে বিলটি প্রত্যাহার করে নেয়।

সমাবেশে সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, এই সংশোধনী বিলের লক্ষ্য মুসলিমদের ক্ষমতা খর্ব করা, তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিচয়কে টার্গেট করা। তিনি বলেন, বিলটি পাস হলে সরকার যে কোনও ওয়াকফ সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারে। তাদের উদ্দেশ্য ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিচয় ছিনিয়ে নেওয়া। এই বিলের মাধ্যমে মসজিদ, দরগা ও কবরস্থান দখল করাই মোদী সরকারের মূল লক্ষ্য। হায়দরাবাদের সংসদ তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি), জনতা দল-ইউনাইটেড (জেডিইউ) এবং লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি) - যারা বিজেপির জোটসঙ্গী - তাদের "অসাংবিধানিক" বিলকে সমর্থন করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেন। বলেন, অন্যথায় মুসলমানরা তাদের কখনো ক্ষমা করবে না।

ওয়াকফ বিলের বেশ কয়েকটি ধারা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এআইএমআইএম প্রধান বলেন, যদি অন্যরা মন্দির, অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় সম্পত্তি এবং শিখদের সম্পত্তির অংশ হতে না পারে তবে কীভাবে অমুসলিমদের ওয়াকফ সম্পত্তির অংশ হতে দেওয়া যেতে পারে?

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রধান মাওলানা মাহমুদ মাদানি বলেন, ওয়াকফ শুধু মুসলমানদের সমস্যা নয়, এটি সংবিধানের ওপর আক্রমণ। এতে সংবিধানের মৌলিক মূল্যবোধের পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি বলেন, আমাদের বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন ওয়াকফ বিলের মাধ্যমে সংবিধানের ওপর বুলডোজার চালানো হচ্ছে। আমরা যে কোনও মূল্যে এর বিরোধিতা করব। মাওলানা মাদানি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে এটি সংগ্রামের মাত্র শুরু, জোর দিয়ে বলেন যে মুসলমানরা একা এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও সমর্থনের আহ্বান জানান।

প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন শিখ পার্সোনাল ল বোর্ডের নেতা অধ্যাপক জগমোহন সিং, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হান্নান মোল্লা, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ধনঞ্জয়সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা। শিখ পার্সোনাল ল বোর্ডের আহ্বায়ক অধ্যাপক সিং ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুসলিমদের সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে এসেছি যে এই লড়াইয়ে আপনারা একা নন। আমরা আপনাদের সর্বান্তকরণে সমর্থন করব।

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, ওয়াকফ সংশোধনী বিল এনে সরকার মুসলিমদের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চায়। বিলটি পাস হলে ওয়াকফ সম্পত্তি আর দেওয়া হবে না। যে কোনও ডিএম ওয়াকফ সম্পত্তির শিরোনাম পরিবর্তন করতে পারেন। এটা মুসলমানদের ভূমি দখলের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। এর বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করতে হবে। ওয়াকফ সম্পত্তিতে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত ধারা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূল সাংসদ প্রশ্ন তোলেন, অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ট্রাস্টে মুসলিমদের কি অন্তর্ভুক্ত করা যায়?

জামাত-ই-ইসলামি হিন্দ প্রধান হুসেইনি বলেন, ওয়াকফ বিল মুসলিমদের তাদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র। মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে যে এই বিলটি ওয়াকফ সম্পত্তির প্রশাসনকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে করা হয়েছে, যা সত্য নয়। ওয়াকফ সম্পত্তির অবসান, দুর্বল ও জোর করে দখল করার জন্য এই বিল আনা হচ্ছে।

সিপিআই-এমএল সভাপতি দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ও শ্রমিক নেতা হান্নান মোল্লা বলেন, এটা জমির জন্য লড়াই। কৃষকরা, যাঁরা নিজেদের জমির জন্য লড়াই করছেন, তাঁদেরও এই প্রতিবাদে সামিল হওয়া উচিত।

আবু বকর সিদ্দিকী রহ.-র নামে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির দাবি উঠল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে

এম মেহেদী সানি ও জিয়াউল হক ● ফুরফুরা

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ ৯ বছর পরে সোমবার ফুরফুরায় এলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন বিকালে এদেশে মুসলিমদের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মস্থান হুগলির ফুরফুরা শরীফে পৌঁছান মমতা। সেখানে তার উদ্যোগে নির্মিত মেহমানখানায় ইফতারের আয়োজন হয়েছিল। আমন্ত্রিত ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীর এবং পীরজাদারা। মুখ্যমন্ত্রীকে হাতের কাছে পেয়ে ইফতার মজলিশে উপস্থিত পীরজাদারা ফুরফুরা শরীফের উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশ করতে থাকেন। এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী ইফতার মজলিশ থেকে দাদা হুজুর পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহ.-এর নামে ফুরফুরায় নতুন পলিটেকনিক কলেজ তৈরি এবং ১০০ বেডের হাসপাতালের ঘোষণা দেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সাফ বুঝিয়ে দেন রাজ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে তিনি কোনও আপস করতে রাজি নন। বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে মুখ্যমন্ত্রীর গলায় শোনা যায় তাই সম্প্রীতির বার্তা। তিনি বলেন, 'সকলের হয়ে দোয়া করছি। সম্প্রীতি, শান্তি, ঐক্য বজায় থাকুক। সবাই ভাল থাকুক'। যদিও ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি লগ্নে মুখ্যমন্ত্রীর ফুরফুরায় আগমনকে ভালো চোখে দেখছেন না বিরোধীরা।

বিরোধীদের সমালোচনাকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'আগে আমি খুব আসতাম। আকবর আলি খন্দকার আমাকে অনেকবার এনেছে। ১৬ বার এসেছি আমি। ফলে এটা আমার কাছে নতুন কিছু নয়। খারাপ লাগে এটাই, আজকে আমি দেখছিলাম কিছু সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, কিছু কিছু টিভি চ্যানেল বলছে, এটা কি ভোটের সমীকরণ? আমি তাদের বলি, আমি যখন কাশী বিশ্বনাথে যাই, এই প্রশ্ন তো করেন না। আমি যখন পুষ্কর যাই, তখন তো এই প্রশ্ন করেন না। আমি যখন খ্রিস্টান নাইট সফরে যাই, তখন তো এই প্রশ্ন করেন না। আমি যখন দুর্গাপুজো করি, তখন তো এই প্রশ্ন করেন না। আমি যখন কালীপুজো করি তখন তো এই প্রশ্ন করেন না।' তিনি আরও বলেন, 'জেনে রাখুন, আমি খ্রিস্টানদের উৎসবেও যাই। আমি ঈদ মোবারকেও যাই। আমি ইফতার নিজে করি। রোজাতেও যাই, ইফতারে যাই, ঈদেও যাই। আমি পাঞ্জাবিদের গুরুদ্বারেও যাই, গুজরাটিদের ডান্ডি নাচেও যাই। দোল পূর্ণিমাতেও যাই, মহাবীর জৈনের কাছেও যাই। আমি মনে করি, বাংলার মাটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাটি। আমি যেমন দোল হোলির মোবারক জানিয়েছি, তেমন বলেছি রমজান মাসে সকলের রোজা আল্লাহতালা কবুল করুক। আমি সকলের হয়ে দোয়া প্রার্থনা করব। সকলে শান্তিতে থাকুন।'

এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই ফুরফুরায় গিয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য-সহ সরকারি আধিকারিকরা। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে এক জায়গায় হয়েছিলেন ফুরফুরার অনেক পীরজাদা। আমন্ত্রণ পেয়েও হাজির হননি পীরজাদা তথা ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। এদিন তুহা সিদ্দিকীর নিষেধ সত্ত্বেও সাফেরি সিদ্দিকী দাদা হুজুর পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহ.-এর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি জানান। পাশাপাশি নির্মীয়মাণ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের শুভ উদ্বোধনের অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রীকে। যদিও দাবি শুনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এলাকার শিক্ষার্থীদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য পলিটেকনিক কলেজ তৈরির কথা জানান। এরপর মেহেরাব সিদ্দিকি, হাসান সিদ্দিকিরা দাবি করেন, পীর আবুবকর সিদ্দিকী রহ.-এর নামে বড় কিছু একটা করা হোক। মুখ্যমন্ত্রী ফের মাইক্রোফোন হাতে নেন, পলিটেকনিক কলেজটি দাদা হুজুরের নামে তৈরির কথা জানান এবং ফুরফুরা শরীফের ১০০ বেডের হাসপাতালটি দাদা হুজুরের নামে করা হবে বলে জানান। তবে ফুরফুরা শরীফের নির্মীয়মাণ হাসপাতাল চালু করার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওবিসি প্রসঙ্গ তোলেন। মমতা বলেন, ওবিসি বিষয়টি কোর্টে আটকে আছে, আমরা চেষ্টা করছি খুব। আমাদের রিক্রুটমেন্ট অনেক বন্ধ আছে সেইজন্য। আমার তৈরি করা লিস্ট থাকা সত্ত্বেও ডাক্তার নার্সদের আমরা নিয়োগ করতে পারছি না।' সমস্যা মিটলে উপযুক্ত ডাক্তার নার্স দিয়ে হাসপাতাল চালু করার কথাও জানান এবং ওই হাসপাতালটি পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহ-এর নামে করার ঘোষণা দেন মমতা। বিষয়টি দেখার জন্য ডিএম'কেও নির্দেশ দেন। এরপর নুরুল্লাহ সিদ্দিকী মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই একাধিক অভিযোগ করেন। এমএসকে মাদ্রাসাগুলির দিকে মুখ্যমন্ত্রীর নজর দেওয়ার অনুরোধ করে বলেন, 'পশ্চিমবাংলার এম এস কে মাদ্রাসাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, মাদ্রাসার নাম মুছে যেতে চলেছে। ১৭ মার্চ আবু বকর সিদ্দিখী রহ.-এর প্রয়াণ দিবসটি সরকারি ছুটি হিসাবে ঘোষণা করারও দাবি ওঠে ইফতার মজলিশ থেকে। ইফতারের সময়ের বেশ কিছুক্ষণ আগেই দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করেন ইদ্রিস সিদ্দিকী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কাসেম সিদ্দিকী।

তথ্য সহায়তা:
আবদুস সামাদ মণ্ডল

এ এক স্বপ্নের ঠিকানা

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল
(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

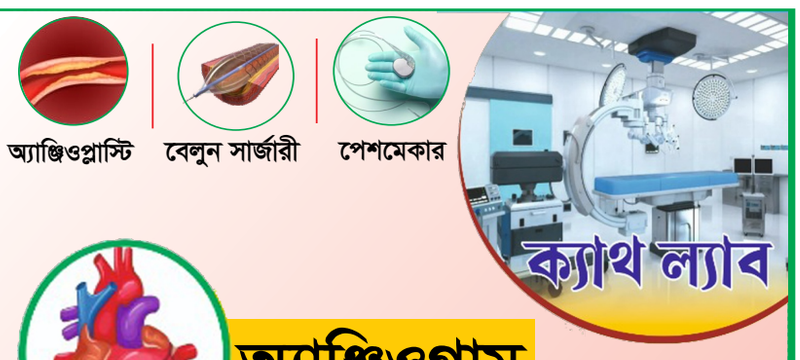

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

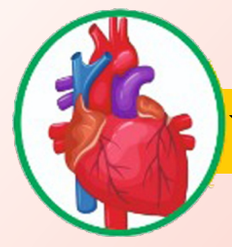

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

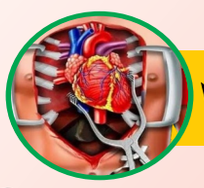

মানুষের জীবন বাঁচানো (জরুরী), যাকাত দেওয়াও ফরজ (জরুরী) তাই.জীবন বাঁচাতে আপনার অনুদান বা যাকাত একান্ত জরুরী। দুঃস্থ মানুষদের সুচিকিৎসা দিতে আর্থিক অনুদানের আবেদন জানাই, আপনার অনুদান আয়কর আইনের 12A ও 80G ধারায় করমুক্ত।

সরাসরি ব্যাঙ্কে অনুদান পাঠানোর বিবরণঃ
A/C No.: 219805002547, ICICI Bank, Falta Branch. IFS Code: ICIC0002198

6295 122 937 / 9123721642

প্রথম নজর

শিলাবৃষ্টিতে চাষে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা বাঁকুড়া জেলায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: গতকাল বিকেলে হঠাৎ করেই কালো মেঘে অন্ধকারে ছেয়ে যায় চারিদিকে। শুরু হয় ব্যাপক ঝড়সহ শিলাবৃষ্টি। বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ও কোতুলপুর এ শিলাবৃষ্টি পরিমাণ এতটাই হয় রাস্তা ও মাঠঘাট সাজা হয়ে যায় শিলের কারণে। ঠিক যেন মনে হয় এক টুকরো কাশ্মীর হয়ে গেছে এলাকা। এই জয়পুর ও কোতুলপুর এলাকার অধিকাংশ মানুষের প্রধান জীবিকা চাষবাস। এখন মাঠ ভর্তি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন সবজি এবং আলু। কিছু লোক আলু তুলেছে কিছু লোক আবার বস্তা বন্দী করে জমির উপরেই রেখে দিয়েছে সেই আলু কেউ বিক্রি করবেন কেউ আবার স্টোরে রাখবেন। কৃষকদের এই চিন্তা ঠিক যেন রনে ভঙ্গ দিল। হঠাৎ করে শিলাবৃষ্টিতে সমস্ত আলু ভিজেছে। শিলার আঘাতে ফেটেছে আলু। কৃষকরা জানাচ্ছেন মহাজনের কাছে ঋন দানা করে এই আলু চাষ করতে হয়েছে, এই আলু নষ্ট হয়ে গেলে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তাদের। আলুর পাশাপাশি তিলের জমি, পেঁয়াজের জমি শিলাবৃষ্টির কারণে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের। এই পরিস্থিতিতে সরকারি সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে কৃষকরা।
ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

২৪-২৫ মার্চ ব্যাঙ্ক ধর্মঘট!

আপনজন ডেস্ক: আগামী ২৪ ও ২৫ মার্চ দুদিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ফোরাম। এই ধর্মঘটে এটিএম পরিষেবা ও ব্যাহত হবে। আগামী সপ্তাহের সোম ও মঙ্গলবার এই ব্যাংক ধর্মঘট হতে চলেছে। তাই সপ্তাহের প্রথম দুদিন এই ব্যাংক ধর্মঘট ও এটিএম পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার দরুন অসুবিধার সম্মুখীন হবে আম জনতা। ডিজিটাল পেমেন্টে অভ্যস্ত সাধারণ মানুষ এই দুদিন এটিএম পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় কোন নগদ টাকা জমা দিতেও তুলতে পারবে না।

দোলে জামালপুরের পর খন্ডঘোষে সংঘর্ষ, নিহত ১, আহত বহু

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: দোল এখন অশান্তির কারণ বিভিন্ন জায়গায় মদ্যপ অবস্থায় গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব এক অন্য মাত্রা পেয়েছে । খণ্ডঘোষের সগরায় অঞ্চলের চিন্তামণিপুর গ্রামে মন্দিরে তালা দেওয়া নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে শীতল খাঁ (৬২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সংঘর্ষে বিপদতারণ খাঁ, আদিত্য খাঁ, অসীম খাঁ, অতনু খাঁ, তনময় খাঁ ও শ্যামল খাঁ-সহ বহু মানুষ আহত হন। আহতদের সেহারা বাজারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর পুলিশ তাদের আটক করে।
জানা গেছে, গ্রামের বারোয়ারি কয়েক ঘর ও একঘরে থাকা কিছু পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব ছিল। ২০১৯ সালে গ্রাম্য জমির রাক পাহারা ও অর্থ প্রদান নিয়ে বিবাদ শুরু হয়, যার জেরে এক পক্ষকে একঘরে করে দেওয়া হয়। এরপর থেকেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা চলছিল।
ঘটনার দিন দোল কালীপূজার কিছু বিষয়ে বচসার জেরে একটি গোষ্ঠী মন্দিরে তালা লাগিয়ে দেয়। এরপর শুরু হয় বচসা, যা দ্রুত সংঘর্ষে রূপ নেয়। রেল লাইনের পাথর ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুই গোষ্ঠী একে অপরের ওপর হামলা চালায়। সংঘর্ষে শীতল খাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দোল উৎসব উপলক্ষে যাত্রাপালা, খাওয়া-দাওয়া ও মাইক বাজানো নিয়ে পূর্বেও দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ছোটখাটো ঝামেলা হয়েছিল।
অতিরিক্ত মদ্যপান ও অসংলগ্ন আচরণও সংঘর্ষের কারণ বলে অনেকে মনে করছেন।
খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১০-১৫ জনকে আটক করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। গোটা গ্রামে উত্তেজনা থাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে। এস ডি পি অভিষেক মন্ডল ,সি আই সি তপন বসাক , ও সি খন্ডঘোষ পঙ্কজ নস্কর বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে গ্রামে অবস্থান করছেন । সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত থাকলেও প্রশাসন পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্রিয় রয়েছে।

তৃণমূলে যোগদান নির্দল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার!

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই তৃণমূল কংগ্রেসের পাড়ে তরী ভেড়াচ্ছেন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা।সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের বেড়াচাঁপা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬৫ নম্বর বুথ থেকে বিজেপি সমর্থিত নির্দলে বিজয়ী সুভদ্রা ঢালি বিশ্বাস তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন।এদিন দেগঙ্গার বেড়াচাঁপায় দলীয় কার্যালয়ে তাঁর হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন দেগঙ্গা ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আনিসুর রহমান বিদেশ।এই পঞ্চায়েত সদস্যার সঙ্গে সওকাত আলি সহ আরও কয়েকজন যোগদান করেন তৃণমূলে। বেড়াচাঁপা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন ২০ টি।এরমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস বিজয়ী হয় ১২ টিতে।বর্তমানে এই যোগদানের ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৩ টি।এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুনীল বরণ ঘোষ, ওজিদুল হক সাহাজি,শান্তনু মন্ডল সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব।

এক ব্যক্তিকে খুনের ঘটনায় ৬ জনকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: এক ব্যক্তিকে খুনের ঘটনায় ৬ জনকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের এডিজে থার্ড কোর্ট এর বিচারক মনজ প্রসাদ এর এজলাসে চলছিল মামলাটি। আগামী মঙ্গলবার এই মামলায় রায় ঘোষণা করবেন তিনি।
জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তিটির নাম রামপ্রসাদ হালদার। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত ছিন্নমস্তা এলাকায়। তিনি তৃণমূল কর্মী বলেই এলাকায় পরিচিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, খুনের ঘটনাটি ঘটে ২০১৪ সালের ১১ জানুয়ারি। সেদিন নিজের বাড়িতেই ছিলেন রামপ্রসাদ হালদার। রাতে তার মোবাইলে একটি ফোন আসার পরই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। পরের দিন বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত মাহিনগর এলাকা থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরই ১২ জানুয়ারি ২০১৪ সালে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর বাবা অমল হালদার।

পরিবারের লোকেদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করে বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরবর্তীতে এই ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে সাত জনকে আটক করে পুলিশ। যদিও পথ দুর্ঘটনায় পরবর্তীতে একজন অভিযুক্ত মারা যান। সেই ঘটনায় ছয় জনের বিচার চলছিল বালুরঘাটে অবস্থিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে। সোমবার সেই মামলায় অভিযুক্ত ছয় জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন আদালত।
এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী জানান, 'ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৪ সালে। রামপ্রসাদ হালদারের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর বাবা বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগে পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এবং সাত জন আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে এবং তাঁদের বিচার চলছিল আদালতে। বিচার চলাকালীন এই মামলা অন্যতম এক আসামি পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। এদিন বিচারক আসামী রাকেশ দাস, রঞ্জিত বিশ্বাস, জয়দেব দাস, আনন্দ নুনিয়া, শ্যামল হাঁসদা, সুরজিৎ দাস (জলি) এই ৬ জনকে ৩০২, ২০১, আইপিসি ৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছেন।'

হুমায়ুন কবিরের শোকজের জবাবে সন্তুষ্ট নয় তৃণমূল কংগ্রেসের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শো - কজের দু' পাতার লিখিত জবাবে সন্তুষ্ট নয় দল। সোমবার বিধানসভায় তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠকে ভাগ্য নির্ধারণ করতে বসে বৈঠক।হুমায়ূন কবীরের জবাবে সন্তুষ্ট নয় শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। দীর্ঘ আলোচনার পর শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় জানান,মঙ্গলবার হুমায়ূন কবীরকে কমিটির সামনে স্বশরীরে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। সেখানে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সদস্যরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তার কাছ থেকে সরাসরি যে উত্তর মিলবে তার ওপর পরবর্তী তার ভাগ্য নির্ধারিত হবে। ভরতপুরের বিধায়ক মঙ্গলবার বিধানসভায় উপস্থিত হয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সদস্যদের বিতর্কিত মন্তব্য প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা দেবেন, তা পর্যালোচনা করা হবে। তারপর পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি। এমনটাই সোমবার বিধানসভায় নিজের কক্ষে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এদিকে সোমবার বিধানসভার গেটের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভরতপুরে তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন , দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি তার জবাবে যে অখুশি হয়েছেন এরকম কোন খবর তার কাছে নেই। তার বক্তব্য প্রসঙ্গে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি যে সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করবে তা তিনি মেনে নেবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, হুমায়ূন কবির যদি হুমায়ূন অধিকারী হত, কিংবা হুমায়ূন ব্যানার্জি হত, আপনি এটা করতে পারতেন? কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী করা এই প্রশ্নের পাল্টা উত্তরে হুমায়ূন কবীর রবিবার বলেন, শোকজ আমাকে করা হয়েছে। তার আমি উত্তর যথাযথভাবে দিয়েছি শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিকে। এর আগের ডাক্তার শান্তনু সেন ও আরাবুল হোসেনকে দল সাসপেন্ড করেছে। অধীর রঞ্জন চৌধুরীর আমাকে নিয়ে এত চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আপনি নিরপেক্ষ হচ্ছেন না কেন ? অধীর রঞ্জন চৌধুরীর এই প্রশ্নের উত্তরে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন, আপনাকেও আপনার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অনেক তরাই উৎরাই এর মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছে। জেলেও যেতে হয়েছে। সবটাই আমরা জানি। আপনি হুমায়ূন কবিরকে শোকজ করছেন, কিন্তু যার বিরুদ্ধে হুমায়ূন কবির বলছে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন? ভরতপুরের বিধায়কের পাল্টা মন্তব্য, যখন নির্বাচনের সময় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রীরা এসে হুমায়ুন কবীরকে আক্রমণ করেছিল তখন আপনি প্রতিবাদ করেন নি কেন অধীর বাবু?এই হুমায়ূন কবীর যেদিন লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন আপনার নির্দেশে সাম্প্রদায়িক ভাষণ দেয়, আপনি সেদিন কোনো কথা বলেননি, কারণ সেদিন আপনার লক্ষ্য ছিল সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করে আমাকে হারানো।আজ আপনার কাজ ফুরিয়েছে, তাই আপনি হুমায়ূনকে শোকজ করে বোঝাতে চাইছেন, 'আমি মুসলমানদের পরোয়া করি না'।"অধীর চৌধুরীর ওই কথার পাল্টা প্রতিক্রিয়া জেলার ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের। তিনি জানান শুভেন্দু অধিকারী যে বক্তব্য বিধানসভার গেটের বাইরে দিয়েছেন তাতে তাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে না সেই বক্তব্য তিনি ফিরিয়ে নিন। উনি যে ভোটে নন্দীগ্রাম থেকে জিতেছেন তার থেকে অনেক বেশি ভোটে ভরতপুর থেকে হুমায়ুন কবীর জিতেছেন। তার নিজের শুভেন্দু অধিকারী কে টাচ করার কোন স্বপ্ন নেই। প্রতিদিন তিনি নিজে বিধানসভায় যান। পারলে শুভেন্দু অধিকারী তাকে চ্যাংদোলা করে বাইরে ফেলে দেখাক। কৌস্তুভ বাগচী ভরতপুরের বিধায়ককে ক্ষমতায় এলে পাকিস্তানে পাঠাবে বলে যে হুমকি দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের জমি বসবাসের জন্য কেনার জন্য যে পরামর্শ দিয়েছেন সেই প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবীর বলেন, ভারতবর্ষটা শুধুমাত্র কৌস্তব বাবুর একার দেশ নয়। এই দেশে ভরতপুরের বিধায়কের পূর্বপুরুষরা দীর্ঘদিন ধরে আছেন। ভারতবর্ষের যেসব রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আছে সেখানকার মুসলমানদের কি ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত করে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে কৌস্তুভ বাগচীর নাম উল্লেখ করে ফের ভরতপুরে তৃণমূল বিধায়ক বিতর্কিত মন্তব্য করেন। ক্রমাগত ভরতপুরের বিধায়কের বিতর্কিত মন্তব্য কে ঘিরে রাজ্যের রাজনীতির পারদ চড়ছে। এদিকে হঠাৎ অধীর রঞ্জন চৌধুরী ভরতপুরের বিধায়কের হয়ে আসরে নামায় নাকে অন্য গন্ধ টের পাচ্ছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দুর্ঘটনার কবলে সঙ্ঘের গাড়ি, মৃত ২,আহত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: ম্যাটাডোর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের বাগনানে দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু,আহত ৫ ।এরমধ্যে একজন ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজ, অন্যজন সংঘেরই এক সেবক।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর,সোমবার ভোরে কলকাতার বালিগঞ্জের ভারত সেবা সঙ্ঘ থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের দিকে রওনা হয়েছিলেন কয়েকজন সন্ন্যাসী-সহ ৮ জন। বাসন্তী পুজো উপলক্ষে পুজোর সামগ্রী নিয়ে তাঁরা মহিষাদলের সংঘের শাখায় যাচ্ছিলেন। হাওড়ার বাগনানের লাইব্রেরি মোড়ে গাড়িটি আসতেই আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের লেনে চলে যায় দুর্ঘটনাস্ত ওই গাড়িটি। সেই সময় উল্টোদিক থেকে আসছিল বালিবোঝাই একটি ট্রাক। দ্রুতগতির ট্রাক ও গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সেই সময় দাঁড়িয়ে থাকা আরও একটি প্রাইভেট গাড়ি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গাড়িটির পিছনে ধাক্কা মারে। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে পুরো এলাকা।

ট্রেনের নতুন কামরা যাত্রীদের পছন্দ নয়, রেল অবরোধ ঘুটিয়ারি শরিফে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● ক্যানিং

আপনজন: অভিনব দাবিতে এবার রেল অবরোধ করলো যাত্রীরা ক্যানিং লাইনে।নতুন কামরা পছন্দ নয়।তাই রেল অবরোধ ঘুটিয়ারি শরিফে।সপ্তাহের প্রথম দিনই রেল অবরোধ। শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনের ঘুটিয়ারি শরিফ স্টেশনে অবরোধ।তবে কারণটা কিছুটা অদ্ভুতই। আসলে রেলের নতুন কামরা পছন্দ নয় যাত্রীদের। সে কারণেই অবরোধ করা হয়। সোমবার সকাল ৯টায় ক্যানিং থেকে শিয়ালদহগামী ক্যানিং লোকালের যাত্রীরা রেল অবরোধ শুরু করেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এই অবরোধ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রেলের আধিকারিকরা দেখা করেন অবরোধকারীদের সঙ্গে। তাঁদের নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এরপরই রেল অবরোধ ওঠে। তবে যাত্রীদের দাবি, আমাদের দাবি না মানলে আগামী দিনে আরো বড় আন্দোলন হবে। সমস্যাটা মূলত রেলের নতুন বগি

নিয়ে। আসলে বর্তমানে রেলের যে বগি এসেছে তাঁর গঠন ঠিক আগের মতো নয়। যাত্রীদের একাংশের অভিযোগ রেলের নতুন বগিগুলিতে মহিলাদের কামরাতেই জেনারেটর রাখার জায়গা রাখা রয়েছে। এর জেরে মহিলা কামরায় জায়গা কমে গিয়েছে। অবিলম্বে সেই কামরা বদলে পুরনো কামরা আনার দাবি উঠছে। তার পাশাপাশি যাত্রীদের অভিযোগ মহিলা কামরাতেই জেনারেটর রাখার জায়গা করার জন্য মহিলা কামরার জায়গা কমে গিয়েছে। বর্তমানে মহিলা কামরায় চারটে জায়গার বদলে তিনটি জায়গা রয়েছে। এদিকে পুরনো সিস্টেমে মহিলা কামরায় চারটে দরজা থাকত। পাঁচ নম্বর কামরায় থাকে জেনারেটর রুম। তবে নতুন যে কামরা এসেছে তাতে মহিলা কামরাতেই জেনারেটর রুম থাকছে। এই নতুন কামরাগুলি বম্বে কামরা বলে পরিচিত। সেই কামরা সরিয়ে পুরনো কামরা আনার দাবি করা হয়েছে।বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে রেলের তরফে।

নানা দাবিতে বিডিওকে ডেপুটেশন ব্লক কংগ্রেসের

সজিবুল ইসলাম ● জলঙ্গি

আপনজন: কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর নির্দেশে মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মোল্লার নেতৃত্বে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সোমবার দুপুরে জলঙ্গী দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল করে বিডিও অফিসে একাধিক বিষয়ে লিখিত ডেপুটেশন জমা দিলেন দশ জনের একটি প্রতিনিধি দল।এই দলে ছিলেন ব্লক সভাপতি সহ একাধিক অঞ্চল সভাপতি ও ব্লক নেতৃত্ব গণ। এদিনের মূল দাবি হিসেবে তুলে ধরেন ব্লক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা যথা ইমাম মুয়াজ্জিন দের ঈদে বোনাস দিতে হবে,রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে ইফতারি সামগ্রিক বিতরণ করতে হবে,রমজান মাসে সঠিক ভাবে বিদ্যুৎ ও জল পরিষেবা চালু রাখতে হবে।গত কয়েক দিন আগেই কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী সাংবাদিক বৈঠক করে রমজান মাস উপলক্ষে যেসব দাবি করেছিলেন সেই সব দাবি গুলোই এদিন ডেপুটেশন জানানো হয়।

ব্যানার লাগিয়ে সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা বিজেপির, রুখতে সর্বধর্ম সমন্বয় সভা

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: চুঁচুড়া শহরে বিজেপির ভেদাভেদের ব্যানার লাগিয়ে সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা, বিজেপির উদ্দেশ্যে পুরোপুরি জল ঢালল চুঁচুড়ার বিধায়ক, চুঁচুড়া শহরে সম্প্রতি বিজেপির একটি বিতর্কিত ব্যানার ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। ব্যানারে লেখা ছিল, "হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, ২৬শে বিজেপি চাই"। এই ব্যানারটি নিয়ে শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে, এই ব্যানারটি মূলত সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে লাগানো হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার এগিয়ে আসেন এবং শহরের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে একটি সর্বধর্ম সমন্বয় যাত্রার আয়োজন করেন। সোমবার সকালে আয়োজিত এই সমন্বয় যাত্রায় যোগ দেন হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈনসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ।
বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, "বিজেপির এই ধরনের বিভাজনমূলক রাজনীতির আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। চুঁচুড়ার মাটিতে আমরা কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতা বরদাস্ত করব না। আমাদের লক্ষ্য হল সম্প্রীতি ও

সৌহার্দ্য বজায় রাখা।"
এদিন বিধায়ক বলেন বিজেপি ব্যানারে লিখেছে হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই ২৬ শে বিজেপি সরকার চাই, তবে কোন ছাব্বিশে বিজেপি সরকার আসবে তার কোন ঠিক নেই, তিনি এও বলেন সম্প্রীতির বার্তা দিতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীকেও হত্যা হতে হয়েছিল, এবং যারা গান্ধীকে হত্যা করেছিলেন তারাই আজ ব্যানার লাগিয়েছেন হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই।,
সমন্বয় যাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা একত্রে জানান, তারা কোনোভাবেই সাম্প্রদায়িক বিভেদ বা বিদ্বেষকে সমর্থন করেন না। সকলের কণ্ঠে একই সুর–
"আমরা ভেদাভেদ চাই না, আমাদের চুঁচুড়া সম্প্রীতির শহর, এখানে সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে থাকে।"
বিজেপির ব্যানার নিয়ে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে এই সর্বধর্ম সমন্বয় যাত্রাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাদের মতে, বিজেপির এই পদক্ষেপ সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার প্রচেষ্টা হলেও অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে সেই চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।
ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসনও সতর্ক হয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। বিতর্কিত ব্যানারটি ইতিমধ্যেই সোরগোল পড়েছে নানান মহলে এবং শহরে শান্তি বজায় রাখতে পুলিশ পুরোপুরি সতর্ক রয়েছে চুঁচুড়া শহরের মানুষ প্রমাণ করেছেন যে, কোনো প্রকার বিভেদ বা বিদ্বেষের রাজনীতি তাদের ঐক্য ও সম্প্রীতিকে বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। অসিত মজুমদারের উদ্যোগে সর্বধর্ম সমন্বয় যাত্রা শহরের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির নতুন বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে।

সাগরদিঘীর নব রূপকার বাইরন: বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন:"মমতা ব্যানার্জি যেমন বাংলার নব রূপকার। তেমনি সাগরদিঘীর নব রূপকার বাইরন বিশ্বাস।" কার্যত এই মন্তব্যই করলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান। সাগরদিঘীর বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মন্ত্রী। আর যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা। বাইরন বিশ্বাস বলেন, "আমার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সাগরদিঘীর প্রায় ১২ হাজার মানুষের হাতে ঈদের বস্ত্র উপহার তুলে দিলাম। পাশাপাশি বিধায়ক তহবিল থেকে সাগরদিঘী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে একটি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি প্রদান করলাম। সেই অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির চালক ও জ্বালানির খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার।" সোমবার বস্ত্রবিতরণ ও অ্যাম্বুলেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, বাইরন নিজের বিধায়ক তহবিল থেকে হাসপাতালে একটি অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার কথা আমাকে জানিয়েছিল। সেই অ্যাম্বুলেন্সের চালক ও জ্বালানির খরচ সাধারণ মানুষের উপর যাতে ধার্য না হয়, সাধারণ মানুষ যাতে নিঃশুল্ক ভাবে পরিষেবা পায় তার ব্যবস্থা করতে বলেছিল সে। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কে বলেছিলাম, আমাদের এক উঠতি বিধায়ক কাজ করতে চাইছে তাই তার সমস্যা টা সমাধান করতে হবে। তিনি স্বাস্থ্যসচিব কে বলেন এবং একদিনের মধ্যে বাইরনের দাবি মত সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।" বক্তব্যের মাঝে মন্ত্রী আরও বলেন, "মমতা ব্যানার্জি যেমন বাংলার নব রূপকার। তেমনি সাগরদিঘীর নব রূপকার হিসেবে বাইরন আগামী দিনে মানুষের পাশে থাকবে।"

প্রথম নজর

কুয়েতে ছয় মাসে ৪২ হাজার নাগরিকত্ব বাতিল

আপনজন ডেস্ক: গত ছয় মাসে ৪২ হাজারের বেশি ব্যক্তি কুয়েতের নাগরিকত্ব হারিয়েছেন। জাতীয় নাগরিকত্ব আইন ও বৈধভাবে বসবাসের নিয়মাবলী মেনে চলা নিশ্চিত করতে দেশটির সরকার পরিচালিত ব্যাপক প্রশাসনিক পর্যালোচনার অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইংরেজি দৈনিক 'গালফ নিউজ' রবিবার (১৬ মার্চ) তাদের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে। খবরে বলা হয়, কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত একটি সুপ্রিম কমিটি এই প্রক্রিয়া তদারকি করছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অনিয়মিতভাবে নাগরিকত্ব পাওয়া, দ্বৈত জাতীয়তার লঙ্ঘন, জালিয়াতির মাধ্যমে নাগরিকত্ব গ্রহণ এবং ভুল তথ্য উপস্থাপনের মতো বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জোর দিয়ে জানিয়েছে, এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে কুয়েতি আইন অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে ও এর মাধ্যমে জাতীয়তা ব্যবস্থার অখণ্ডতা বজায় রাখার প্রতি দেশটির প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হচ্ছে। মূলত কুয়েতি আইনের ওপর ভিত্তি করে তাদের নাগরিকত্ব প্রত্যাহার করা হয়েছে। জালিয়াতি, অসততা বা জাতীয় নিরাপত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন কর্মকাণ্ডের কারণে দেশটিতে নাগরিকত্ব বাতিল করার বিধান রয়েছে। বলা হয়েছে, প্রক্রিয়াটি কোনো শাস্তিমূলক অভিযান নয়। বরং প্রশাসনিক রেকর্ডের একটি নিয়মতান্ত্রিক এবং আইনানুগ পর্যালোচনা, যার লক্ষ্য স্বচ্ছতা জোরদার করা, আমলাতান্ত্রিক অসঙ্গতি কমানো এবং জাতীয় কল্যাণ কর্মসূচির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।

৯৫ দিন ধরে ভাসছিলেন সাগরে, বেঁচে ছিলেন কচ্ছপ খেয়ে

আপনজন ডেস্ক: প্রশান্ত মহাসাগরের কচ্ছপ, পাখি এবং তেলাপোকা খেয়ে বেঁচে থাকা এক জেলেকে ৯৫ দিন পর উদ্ধার করা হয়েছে। পেরুর ওই বাসিন্দাকে তার পরিবারের কাছে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
৬১ বছর বয়সী জেলে ম্যাক্সিমো নাপা কাস্ত্রো গত ৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ পেরুর উপকূলীয় শহর মার্কোনা থেকে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি দুই সপ্তাহের জন্য সাগরে পাড়ি জমিয়েছিলেন। কিন্তু দশ দিন পর একটি ঝড়ে তার নৌকার গতিপথ পাল্টে যায় এবং সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে সাগরে ভাসতে শুরু করেন। তার পরিবার অনুসন্ধান শুরু করলেও পেরুর সামুদ্রিক টহল দল তাকে খুঁজে পায়নি। এরপর ইকুয়েডরের টহল জাহাজ ডন এফ তাকে উপকূল থেকে ১ হাজার ০৯৪ কিলোমিটার (৬৮০ মাইল) দূরে পানিশূন্য এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে খুঁজে পায়। ম্যাক্সিমো তার নৌকায় বৃষ্টির পানি পান করত। এ ছাড়া খাবার হিসেবে যা পেত তাই খেত। এর মধ্যে ছিল সামুদ্রিক কচ্ছপ, তেলাপোকা এবং পাখি। কিন্তু তার শেষ ১৫ দিন খাবার ছাড়াই কেটেছে। কাস্ত্রো জানান, তা দুই মাস বয়সী নাতনিসহ তার পরিবারের কথা ভেবে সব সহ্য করার শক্তি পেয়েছিলেন তিনি। তিনি আরো বলেন, 'আমি প্রতিদিন আমার মায়ের কথা ভাবতাম। আমাকে দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ।' তার মা এলেনা স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেন, 'তার ছেলের নিখোঁজের সময় পর আত্মীয়রা আশাবাদী থাকলেও, তিনি আশা হারাতে শুরু করেছিলেন।'
উদ্ধারের পর কাস্ত্রোকে চিকিৎসা ও পরীক্ষার জন্য পাইটাতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপর তাকে পেরুর রাজধানী লিমায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জর্জ শ্যাভেজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার মেয়ে ইনেস নাপার সঙ্গে দেখা করেন। তখন এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ইকা অঞ্চলের সান আন্দ্রেসের কাস্ত্রোর নিজ জেলায় প্রতিবেশী এবং আত্মীয়স্বজনরা তাকে বরণ করার জন্য রাস্তাগুলো সাজিয়েছেন। গত বছর রাশিয়ার পূর্বে ওখোটস্ক সাগরে একটি ছোট স্ফীত নৌকায় দুই মাসেরও বেশি সময় ভেসে থাকার পর রাশিয়ান মিখাইল পিচুগিনকে উদ্ধার করা হয়েছিল। একইভাবে সালভাদোরান জেলে হোসেকে সালভাদোর আলভারেঙ্গা প্রশান্ত মহাসাগরে ১৪ মাসের এক অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করেছিলেন।

আমেরিকার কাছে স্ট্যাচু অব লিবার্টি ফেরত চাইলেন ফরাসি এমপি

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের এক সংসদ সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে স্ট্যাচু অব লিবার্টি ফেরত চেয়েছেন। বামপন্থি রাজনীতিবিদ রাফায়েল গ্লাকসম্যান দাবি করেছেন, যে মূল্যবোধের ভিত্তিতে ফ্রান্স এই মূর্তি উপহার দিয়েছিল, ট্রাম্প প্রশাসন তা অমান্য করছে। মধ্য-বাম রাজনীতিবিদ গ্লাকসম্যান তার প্লেস পাবলিকের মধ্য-বাম আন্দোলনের এক সম্মেলনে বলেছেন, 'আমাদের স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ফিরিয়ে দিন।'
তিনি আরো বলেন, আমরা সেই আমেরিকানদের বলব যারা অত্যাচারীদের পক্ষ নিয়েছে, বৈজ্ঞানিক স্বাধীনতার দাবিতে গবেষকদের বরখাস্ত করেছে: 'আমাদের স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ফিরিয়ে দিন।
' তিনি বলেন, 'আমরা এটি আপনাকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলাম, কিন্তু দৃশ্যত আপনি এটা ঘৃণা করেন। তাই এখানে তার বাড়িতেই এটা (আমাদের স্ট্যাচু অফ লিবার্টি) ঠিক থাকবে।'
আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার শতবর্ষ উপলক্ষে ১৮৮৬ সালের ২৮শে অক্টোবর নিউ ইয়র্ক সিটির বন্দরে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি উন্মোচন করা হয়েছিল। এটি ছিল আমেরিকার প্রতি ফরাসি জনগণের উপহার।
এর নকশা করেছিলেন ফরাসি শিল্পী ফ্রেডেরিক বার্থোলডি। ১৯২৪ সালে মার্কিন সরকার এটিকে জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ ঘোষণা করে।
তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থার কারণে এটি ফেরত চাওয়ার দাবি তুললেন ফরাসি এমপি গ্লাকসম্যান।
বামপন্থি রাজনীতিবিদ রাফায়েল গ্লাকসম্যান ইউক্রেনের একজন কট্টর সমর্থক, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধের বিষয়ে মার্কিন নীতির আমূল পরিবর্তনের তীব্র সমালোচনা করেছেন।
তিনি মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ট্রাম্পের কাটছাঁটেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন। ফ্রান্সের সরকারকে ইতিমধ্যেই তাদের কিছু লোককে ফ্রান্সে কাজ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন।
গ্লাকসম্যান আরো বলেন, 'দ্বিতীয় যে জিনিসটি আমরা আমেরিকানদের বলতে যাচ্ছি তা হলো, আপনি যদি আপনার সেরা গবেষকদের বরখাস্ত করেন, যারা আপনার দেশকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শক্তিতে পরিণত করেছেন, তাহলে আমরা তাদের স্বাগত জানাব।'
ট্রাম্প জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর থেকে তার প্রশাসন ফেডারেল গবেষণা তহবিল হ্রাস করেছে এবং স্বাস্থ্য ও জলবায়ু গবেষণায় কর্মরত শত শত ফেডারেল কর্মীকে বরখাস্ত করার চেষ্টা করেছে। গ্লাকসম্যান ফ্রান্সের অতি-ডানপন্থী নেতাদেরও সমালোচনা করেছেন।
তাদের ট্রাম্প এবং বিলিয়নেয়ার ইলন মাস্কের 'ফ্যান ক্লাব' বলেও অভিযোগ করেছেন।

আমেরিকার নানা অঙ্গ রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে মুসলিম জনসংখ্যা

আপনজন ডেস্ক: পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য অনুসারে, ২০৪০ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম জনসংখ্যা ইহুদি সম্প্রদায়কে ছাড়িয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হবে। এই বৃদ্ধির মূল কারণ হল, উচ্চ প্রজনন হার এবং অভিবাসন। গবেষণায় আরও জানা গিয়েছে যে, ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগত মুসলিম অভিবাসীর সংখ্যা রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল। বর্তমানে, দেশটিতে তিন-চতুর্থাংশ মুসলিম-ই হয় অভিবাসী অথবা অভিবাসীদের সন্তান।
অভিবাসনের কারণে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭ সালে, আমেরিকান মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৩.৪৫ মিলিয়ন এবং ২০৫০ সালের মধ্যে তা ৮.১ মিলিয়নে পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম জনসংখ্যার গড় বয়স অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তুলনায় কম। এর অর্থ হল, মুসলিমদের প্রজনন হার বেশি। ফলস্বরূপ, আমেরিকায় আগামী দশকগুলিতে মুসলিম জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর জেরে মুসলিমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মের নিরিখে একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীতে পরিণত হবে। আমেরিকায় দ্রুত গতিতে ও উল্লেখযোগ্যহারে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়লেও তা কখনওই খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে ছাপিয়ে যেতে পারবে না। তুলনায় কম থাকবে মুসলমান জমসংখ্যা। তা সত্ত্বেও, ধর্মীয় কাঠামোর পরিবর্তন আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এই রূপান্তর সেদেশের সামাজিক ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান:
* বিশ্বে মোট ৫৭টি মুসলিম দেশ রয়েছে।
* এই দেশগুলিতে বসবাসকারী মুসলিমদের মোট জনসংখ্যা ২ বিলিয়ন ছাড়িয়েছে।
* মুসলিম জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ।
* বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৮ বিলিয়নের বেশি।
আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, পৃথিবীজুড়ে মুসলিম জনসংখ্যা ২ বিলিয়ন ছাড়ালেও, খ্রিস্টধর্ম অনুসরণকারী মানুষের সংখ্যাও ২ বিলিয়ন ছাড়িয়েছে। যা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ভুক্তদের দুনিয়ার বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠীতে পরিণত করেছে।

ইয়েমেনে নিহত বেড়ে ৫৩, হুতি-যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টাপাল্টি হুঁশিয়ারি

আপনজন ডেস্ক: হুতিরা জাহাজে হামলা বন্ধ না করা পর্যন্ত হামলা চালিয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ইয়েমেনে যুক্তরাষ্ট্রের চালানো সামরিক হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ জনে। যুক্তরাষ্ট্রকেও পাল্টা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে হুতি। নিহতদের মধ্যে পাঁচ শিশু এবং দুই নারীও রয়েছে বলে জানিয়েছে হুতি বিদ্রোহীদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, হুতিদের লাগাতার হামলা বন্ধ না হলে তারা সামরিক অভিযান চালিয়ে যাবে। হুতিরাও পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, তারা লোহিত সাগরে মার্কিন জাহাজগুলোর ওপর আক্রমণ অব্যাহত রাখবে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হুতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আনিস আল-আসবাহি গতকাল রবিবার এক্সে দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছেন, মার্কিন হামলায় ৫৩ জন নিহত হয়েছে এবং ৯৮ জন আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে গুরুতুপূর্ণ হুতি নেতারাও থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে হুতি বিদ্রোহীরা এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেননি।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, তারা শনিবার হুতিদের লক্ষ্যবস্তুতে 'ব্যাপক এবং শক্তিশালী' বিমান হামলা চালিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লোহিত সাগরে চলাচলরত জাহাজে হুতিদের হামলাকে এই হামলার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ওয়াশিংটন জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হুতি নেতা রয়েছেন, কিন্তু গোষ্ঠীটি এই তথ্য নিশ্চিত করেনি। ট্রাম্প তার নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে হুতিদের সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে বলেন, তোমাদের সময় শেষ, আজ থেকে অবশ্যই হামলা বন্ধ করতে হবে। যদি তোমরা এটা না করো তাহলে তোমাদের ওপর নরকের বৃষ্টি নেমে আসবে। যা আগে কখনো দেখোনি। হুতি নেতা আব্দুল মালিক আল-হুতি বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকা ইয়েমেনে আক্রমণ চালিয়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের যোদ্ধারা লোহিত সাগরে মার্কিন জাহাজগুলোতেও হামলা চালাবে। লোহিত সাগরে যুক্তরাষ্ট্র এবং দেশটির মিত্রদের বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে কড়া জবাব দিতে হামলা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, জাহাজে হামলা বন্ধ না হলে 'ভয়ংকর পরিণতি' ঘটতে পারে।

আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য করেই ভেনিজুয়েলানদের তাড়ালেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য করে ভেনেজুয়েলান অপরাধচক্রের অভিযুক্ত সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ফেডারেল আদালতের সাময়িক স্থগিতাদেশের পরও দুই শতাধিক ভেনেজুয়েলানকে নিয়ে এল সালভাদরে পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধকালীন আইন ব্যবহার করেই তাদেরকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।
হোয়াইট হাউজের নজিরবিহীন এক বিবৃতিতে দাবি করা হয়, প্রেসিডেন্টের কাজে বাঁধা দেওয়ার অধিকার বিচার বিভাগের নেই। বিচারক জেমস বোসবার্গি এই আদেশ দিয়েছিলেন। বহিঃশত্রু আইনের আওতায় এই আদেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যা মূলত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয়।
ভেনেজুয়েলান অপরাধচক্র ত্রেন দে আরাহুয়ার দুই শতাধিক অভিযুক্ত সদস্যকে এই আদেশের পর বের করে দেয় ট্রাম্প প্রশাসন। যারা অপহরণ, চাঁদাবাজি এবং চুক্তি হত্যার সঙ্গে জড়িত ভেনেজুয়েলার একটি গ্যাং। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'মার্কিন ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কৃত বিদেশি সন্ত্রাসী বহনকারী উড়োজাহাজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অধিকার একজন বিচারকের নেই।' তিনি বলেন, আদালতের কোনো আইনি ভিত্তি নেই এবং একজন প্রেসিডেন্ট কীভাবে বৈদেশিক বিষয় পরিচালনা করবেন তার ওপর সাধারণত ফেডারেল আদালতের কোনো এখতিয়ার নেই। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মার্কিন সাংবিধানিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার ভারসাম্য ও বিচারবিভাগের স্বাধীনতার প্রতি প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানালেন ট্রাম্প। স্বাধীনতাবাদী ক্যাটো ইনস্টিটিউটের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এবং নাগরিক স্বাধীনতা বিষয়ক আইন বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিক এডিংটন বলেন, 'যাই বলুক না কেন, হোয়াইট হাউস প্রকাশ্য বিচারকের আদেশ অগ্রাহ্য করেছে।' তিনি আরো বলেন, 'এটি সীমাহীন এবং অবশ্যই নজিরবিহীন।' এ ছাড়া মার্কিন সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য উপেক্ষা করার এমন নজির গৃহযুদ্ধের পর আর দেখা যায়নি বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজা নিয়ে আরবদের পরিকল্পনাকে সমর্থন জানালেন ইইউ'র পররাষ্ট্রনীতি প্রধান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার পুনর্গঠনে আরব নেতৃত্বাধীন পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান কাজা কালাস। সোমবার (১৭ মার্চ) ব্রাসেলসে ইইউ পররাষ্ট্র বিষয়ক কাউন্সিলের সভার ফাঁকে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলটির পুনরুদ্ধারে সহায়তার জন্য ইউরপের প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেন।
কালাস বলেন, 'আমরা আরব পুনর্গঠন পরিকল্পনা, গাজা পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাই। যতটা সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করব।'
তিনি অঞ্চলটির স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন এবং উল্লেখ করেন, 'প্রয়োজনে সহায়তা প্রদানের জন্য ইইউ প্রস্তুত রয়েছে।' গাজার মানবিক সংকট নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধির সময়ে ইউরোপীয় কূটনীতিকের মন্তব্য এলো। চলমান সংঘাতের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞে গাজায় হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত এবং অবকাঠামো ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। ফলে অঞ্চলটির জরুরি পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আরবদের পুনর্গঠন পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ এখনো সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়নি। তবে কাজা কালাসের মতো ইইউ নেতাদের এই পরিকল্পনা গ্রহণ গাজার পুনরুদ্ধারে অবদান রাখার বৃহত্তর আগ্রহের ইঙ্গিত।
গাজা পুনর্গঠন প্রচেষ্টার বাইরেও তিনিইউক্রেন এবং সিরিয়ার সংঘাতসহ বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক উদ্বেগের সমাধানের ওপর জোর দেন। তিনি জেদ্দায় ইউক্রেন প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক শান্তি আলোচনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু জোর দিয়ে বলেছেন, 'বল রাশিয়ার হাতে। তারা যুদ্ধ থেকে অর্জন করতে চাওয়া তাদের সমস্ত চূড়ান্ত লক্ষ্যকে শর্ত হিসেবে উপস্থাপন করছে।' সিরিয়া সম্পর্কে কালাস ক্রমবর্ধমান সহিংসতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সতর্ক করেন যে, 'সিরিয়ায় আশার বাতি ঝুলে আছে।' তিনি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে আঞ্চলিক অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন এবং অতীতের নৃশংসতা মোকাবেলায় জবাবদিহিতার প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। তিনি চলমান সিরিয়া সম্মেলনকে এই অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনার একটি সুযোগ হিসেবেও তুলে ধরেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫২ মি.

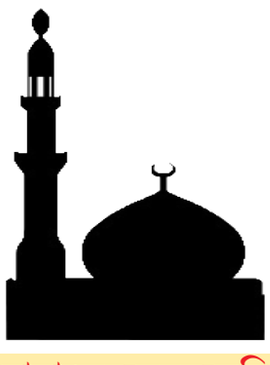

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২১	৫.৪৩
যোহর	১১.৫০	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫২	
এশা	৭.০১	
তাহাজ্জুদ	১১.০৭	

কিউবায় বিদ্যুৎ গ্রিডে বিপর্যয়, এক কোটি মানুষ অন্ধকারে

আপনজন ডেস্ক: কিউবায় জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডে আবারও বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা গেছে। এতে রাজধানী হাভানাসহ সারা দেশ বিদ্যুৎ-বিভ্রাটে পড়ে। শুক্রবার (১৪ মার্চ) রাতে এ ঘটনা ঘটে। ফলে দেশজুড়ে ব্যাপক বিদ্যুৎ-বিভ্রাট দেখা দেয় এবং দেশটির ১ কোটি ১০ লক্ষাধিক মানুষ সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে যায়। এখনো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। এ নিয়ে গত পাঁচ মাসে কিউবায় চতুর্থবার জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডে বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটল। খবর এএফপির।

অবৈধভাবে নিজ দেশে প্রবেশ, জর্জিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্টের কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: অবৈধভাবে নিজ দেশে ফিরে আটক হওয়ার দায়ে জর্জিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মিখাইল সাকাশভিলিকে সাড়ে চার বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে দেশটির আদালত।
স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর, ২০২১ সালের অক্টোবরে ইউক্রেনের চেরনোমোর্স্ক শহর থেকে একটি ফেরিতে গোপনে জর্জিয়ার বন্দর নগরী পোতিতে পৌঁছান সাকাশভিলি। এরপর তাকে আটক করা হয় এবং অবৈধ সীমান্ত অতিক্রমে অভিযুক্ত করা হয়। রুশ সংবাদমাধ্যম তাস জানিয়েছে, তিবিলিসি সিটি কোর্টের বিচারক মিখাইল ঝিন্দজোলিয়া রায় পড়ার সময় আদালত কক্ষে হৈ চৈ সৃষ্টি হয়। বেলিফদের সাকাশভিলির পক্ষের কিছু লোককে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়।
২০১৩ সালে জর্জিয়া ছেড়ে যাওয়ার পর সাবেক এই প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে চারটি ফৌজদারি তদন্ত শুরু হয়। তিনি এখন ইউক্রেনের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। এর আগেও দুটি মামলায় এই রাজনীতিবিদকে তিন এবং ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১২ মার্চ একটি আদালত তাকে রাষ্ট্রীয় তহবিলের ৩.২ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আত্মসাতের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে ৯ বছরের কারাদণ্ড দেয়।

টর্নেডোর কবলে যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ৪০ জনের প্রাণহানি

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ এবং মধ্যপশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে বিস্তৃত এলাকায় টর্নেডোর হানায় অন্তত ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবরও পাওয়া গেছে। ডয়চে ভেলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পূর্ব উপকূলগামী একটি শৈত্যপ্রবাহের কারণে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় রোববার দুপুর পর্যন্ত ফ্লোরিডা, জর্জিয়াসহ আরও পাঁচটি রাজ্যে বিশেষ টর্নেডো সতর্কতা জারি ছিল। অতিবিপজ্জনক অঞ্চলের বাসিন্দাদের ঘরের ভেতরে অথবা মাটির নিচে সুরক্ষিত আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে। দেশটির আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, গত শুক্রবার থেকে অন্তত ৪০টি ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব চলেছে। বিদ্যুৎ বিভাগের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রোববার পর্যন্ত অন্তত দেড় লাখ বাড়িতে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি মতে, টর্নেডোয় সব থেকে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মিসৌরিতে। সেখানে ১২ জনের মৃত্যু এবং আহতের সংখ্যা তার বেশি বলে জানানো হয়েছে। মিসৌরি পুলিশ জানিয়েছে, টর্নেডোর ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহের তার ছিঁড়ে এবং গাছ ভেঙে পড়ায় স্থানীয় বাড়িঘরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ক্ষুধা যন্ত্রণায় ধুঁকছে গাজার ১০ লাখ শিশু, ইউনিসেফের সতর্কবার্তা

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরাইলের অবরোধের ফলে চরম ক্ষুধা যন্ত্রণায় ধুঁকছে গাজার ১০ লাখ শিশু। কারণ সেখানে বর্তমানে খাদ্য ও পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। সোমবার এক সতর্কবার্তায় এমনই তথ্য দিয়েছে জাতিসংঘ শিশু তহবিল-ইউনিসেফ। ইউনিসেফ জানিয়েছে, সম্পূর্ণ অবরোধের কারণে গাজার হাজার হাজার মানুষ বিশুদ্ধ পানি ও ন্যূনতম স্যানিটেশনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এমন সংকটাপন্ন অবস্থায় গাজায় 'শিশুদের জীবন বাঁচাতে অবিলম্বে কিছু পানি ও বিদ্যুৎ প্রবেশ করতে দিতে হবে' বলে আহ্বান জানান দেইর আল-বালাহ থেকে ইউনিসেফের আঞ্চলিক পরিচালক এদুয়ার্দ বাইগবেদার। তিনি বলেন, 'পানি একটি মৌলিক মানবাধিকার, যা অস্বীকার করা উচিত নয়। ইউনিসেফ ও তার সহযোগী সংস্থাগুলো সাহায্যের চেষ্টা করলেও অবরোধ পুরোপুরি না তোলা হলে বা স্থায়ী যুদ্ধবিরতি না হলে এই সংকট কাটানো সম্ভব নয়'। তীব্র খাদ্য সংকটে চরম অচলাবস্থা, এই সংকটের ফলে যেসব দাতব্য সংস্থা আগে হাজারো মানুষকে খাদ্য সরবরাহ করত, সেগুলোও এখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ উপ্যকাজুড়ে রান্নার গ্যাস ও বিশুদ্ধ পানির অভাব তীব্রতর হচ্ছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৭৫ সংখ্যা, ৩ চৈত্র ১৪৩১, ১৭ রমজান ১৪৪৬ হিজরি

‘বড় গলাওয়ালা মা’

কথায় আছে–‘চোরের মায়ের বড় গলা/ নিত্য দেখায় ছলাকলা,/ চোরকে নিয়ে বড়াই করে/ চোরের জন্য লড়াই করে।’ প্রশ্ন হইল চোরের মায়ের কেন বড় গলা? কথাটি কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? ইহার মানে কী? এই প্রবাদে কে চোর? কে তাহার মা?

এই প্রবাদটির ‘উৎস’ অনুসন্ধানে জানা যায়, হনুলুলুতে বাস করিত এক চোর। সেই চোর মনে করিতেন–চুরি হইতেছে একধরনের শিল্প, ইটস অ্যান আর্ট। সেই চোরের মা বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করিতেন। চোরের মায়ের জীবনের অন্যতম শখ ছিল–গলাভর্তি গয়না পরা। সেই শখ পূরণ করিতেই ছেলে তাহাকে প্রতি মাসে টাকাপয়সা ছাড়াও একটা করিয়া নেকলেস পাঠাইত। এইভাবে চোরের মায়ের গলাভর্তি গয়নায় ভরিয়া গেল। তাহার বড় গলা ভরা গয়না দেখিয়া গ্রামের সকলেই বলিত ‘বড় গলাওয়ালা মা।’ এমন সময় কোথাও চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল তাহার ছেলে। আইনের লোক তাহার মাকে খুঁজিতে গিয়া জানিতে পারিল–এই এলাকায় চোরের মাকে কেহ চেনেন না। তবে ‘বড় গলাওয়ালা মা’ বলিতেই সকলে চিনিয়া ফেলিল। সেই হইতে নাকি বাংলাদেশে এক নূতন প্রবাদের জন্ম হইল–‘চোরের মায়ের বড় গলা’। আবার অনেকে বলেন–ইহা আসলে কেমোফ্লেজ। এই ধারণাটি আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথের ‘কণিকা’তে প্রকাশিত ‘সন্দেহের কারণ’ কাপলেট হইতে। তাহা হইল–‘কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।–/ তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।’ আসলে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ চোরের বা চুরির বিপক্ষে। নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, যুক্তি, আইন–কোনো কিছুই চোর বা চুরির পক্ষে কথা বলে না। সেই ক্ষেত্রে গলা বা গলাবাজিই হয় চোর বা চোরের আত্মীয়স্বজনের একমাত্র ভরসা। নিজেদের অপরাধ ঢাকিতে তাহাদের উচ্চৈঃস্বরে চ্যাঁচাইতে হয়। নিজে যে ভালো, তাহা চ্যাঁচাইয়া জানাইতে হয়। গলা ছাড়া চোর বা চোরের মায়ের আসলে অন্য কোনো অবলম্বন নাই। কাজেই যাহারা চড়া গলায় কথা বলেন–তাহাদের সাধুতা লইয়া প্রশ্ন জাগে, যেমনটি কণিকায় বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চোর লইয়া আমাদের দেশে অনেক রকম প্রবাদ-প্রবচন রহিয়াছে। ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ ছাড়াও আমরা উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি–‘চোরে চোরে মাসতুতো ভাই’, ‘চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে’, ‘চোরের সাক্ষী মাতাল’, ‘যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর’, ‘অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ’, ‘চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা’, ‘চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী’ ইত্যাদি। ইহা গেল আমাদের দেশের প্রবাদের কথা; কিন্তু পশ্চিমা দেশে ‘চোর’দের লইয়া এই ধরনের প্রবাদ কি চালু রহিয়াছে? প্রাত্যহিক জীবনে আমরা খুব বেশি না শুনিলেও আন্তর্জালে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জার্মান প্রবাদে আছে–‘সময় হইল চোরের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। একটা না একটা সময় আসিবেই যখন চোরের স্বরূপ উন্মোচন হইবে।’ জার্মান প্রবাদে আরও বলা হয়–‘যেইখানে হোস্ট নিজেই চোর সেইখানে চুরি আটকানো কঠিন।’ আমেরিকান প্রবাদে বলা হইয়াছে–‘প্রয়োজনীয়তা একজনকে চোর বানাইতে পারে।’ আমেরিকার আরও একটি প্রবাদ আছে–‘চোর ধরিতে বড় চোর লাগে।’ চোর লইয়া জাপানের একটি প্রবাদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেইখানে বলা হইয়াছে–‘একজন চোর তাহার চৌর্যবৃত্তি শিখিতে ১০ বছর সময় নেয়।’ ইতালীয় প্রবাদে বলা হয়–‘যখন ভীষণ বিপদ আসে, চোর তখন সৎ হয়।’ অন্যদিকে ডেনিশ প্রবাদে বলা হয়–‘একজন চোর মনে করে প্রত্যেক মানুষই চুরি করে।’

সুতরাং চোরদের ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বই অনেক ধরনের কথা বলিয়াছে; কিন্তু ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ প্রবাদটি আমাদের দেশে এতটাই প্রচলিত যে, একটি বাচ্চাও তাহা জানে। এমনই একটি বাচ্চা বাবার সহিত চিড়িয়াখানায় গিয়া জিরাফ দেখিয়া বলিল–‘ঐ যে একটি চোরের মা!’ আমাদের চারিপাশেও এমনই অনেক অদৃশ্য ‘জিরাফ’ ঘুরিয়া বেড়ায়।

.....

পুতিনের দর-কষাকষির কৌশল কী হবে

কালো স্যুট ও গাঢ় রঙের টাই পরা পুতিন মাইক্রোফোনের দিকে ঝুঁকে একটি আঙুল তুলে ধরেন, তবে তাঁর মুখ বন্ধ। তিনি বসে আছেন রুশ লাল ও সবুজ পতাকার সামনে। ভ্লাদিমির পুতিন শুরুতেই নিজের বক্তব্য পরিষ্কার করতে চাইলেন। ইউক্রেন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে কোনো মন্তব্য করার আগেই তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান। ১৩ মার্চ মস্কোতে তিনি বলেন, ‘ইউক্রেন সংকট নিয়ে এত মনোযোগ দেওয়ার জন্য আমি ট্রাম্পকে কৃতজ্ঞতা জানাই।’ লিখেছেন **শগস সিমানভস্কি।**

কালো স্যুট ও গাঢ় রঙের টাই পরা পুতিন মাইক্রোফোনের দিকে ঝুঁকে একটি আঙুল তুলে ধরেন, তবে তাঁর মুখ বন্ধ। তিনি বসে আছেন রুশ লাল ও সবুজ পতাকার সামনে।

ভ্লাদিমির পুতিন শুরুতেই নিজের বক্তব্য পরিষ্কার করতে চাইলেন। ইউক্রেন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে কোনো মন্তব্য করার আগেই তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান। ১৩ মার্চ মস্কোতে তিনি বলেন, ‘ইউক্রেন সংকট নিয়ে এত মনোযোগ দেওয়ার জন্য আমি ট্রাম্পকে কৃতজ্ঞতা জানাই।’

এটি কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষক আন্তন বারবাশিন বলেন, ‘পুতিন চাচ্ছেন, ট্রাম্প যেন বিশ্বাস করেন যে তিনি (পুতিন) আলোচনায় আগ্রহী।’

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মতো ট্রাম্পকে ক্ষুব্ধ করতে চান না পুতিন। বরং বারবাশিনের মতে, রুশ প্রেসিডেন্ট কৌশলগতভাবে এমন বার্তা দিতে চান যাতে ট্রাম্প তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে আগ্রহী হন এবং কোনো সমঝোতায় আসেন।

ওভাল অফিসে হলুদ আসনে বসে আছেন জেলেনস্কি ও ট্রাম্প। জেলেনস্কি সম্পূর্ণ কালো পোশাকে। তিনি ট্রাম্পের দিকে তাকিয়ে আছেন। হাত দিয়ে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছেন। ট্রাম্প নীল স্যুট ও লাল টাই পরে, তাঁর দিকে আঙুল উঁচিয়ে কথা বলছেন। মুখে কপট বিরক্তির ছাপ।

তবে পুতিনের চাওয়া সমঝোতা ট্রাম্পের ভাবনার চেয়ে আলাদা হতে পারে। ট্রাম্প চান, অন্তত ৩০ দিনের জন্য রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হোক। পুতিন এটিকে সমর্থন করার ইঙ্গিত দিলেও বলেছেন, ‘কিছু বিষয় আছে, যা নিয়ে আলোচনা করতে হবে’। এই ‘কিছু বিষয়’ কী? এইগুলো থেকে বোঝা যায়, রাশিয়া এখন কী পরিকল্পনা করছে!

পুতিন যে ‘কিছু প্রশ্ন’ উত্থাপন করেছেন, সেগুলো আসলে পরোক্ষ আপত্তি নয়, বরং স্পষ্ট দাবি। তিনি চান, রাশিয়ার কুর্স্ক অঞ্চলে এখনো লড়াইরত ইউক্রেনের সেনারা আত্মসমর্পণ করুক। যুদ্ধবিরতির সময় ইউক্রেন যেন নতুন কোনো সেনা মোতায়েন করতে না পারে। একই সঙ্গে, পশ্চিমা দেশগুলো যেন কিয়েভে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।

পুতিনের মতে, এই যুদ্ধবিরতি ‘দীর্ঘমেয়াদি শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সংঘাতের মূল কারণ দূর করবে’। তবে এই অস্পষ্ট বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, আলোচনাকে মস্কোর দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যগুলোর দিকে নিয়ে যাওয়া।

‘রাশিয়া কোনো চুক্তি প্রত্যাখ্যান করলেও কিংবা কৌশলগতভাবে সময় নষ্ট করলেও, ট্রাম্পের পক্ষে তা প্রতিহত করার তেমন কোনো উপায় নেই। সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হতে পারে, চাপ প্রয়োগের বদলে প্রলোভন দেখানো–কোনো বড় চুক্তির লোভ দেখানো’। আর এটাই হবে পুতিনের জন্য সবচেয়ে বেশি ফায়দা লোটার সুযোগ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক আন্তন বারবাশিন বলেন, ‘রাশিয়া এমন একটি যুদ্ধবিরতি চায়, যা সরাসরি শান্তি আলোচনার দিকে নিয়ে যাবে’। মস্কো আগে থেকেই কিছু ছাড় আদায় করতে চায়, যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, ইউক্রেন কখনোই ন্যাটোর সদস্য হবে না। বারবাশিনের মতে, রাশিয়া চায় যে শুধু ইউক্রেন নয়, ন্যাটোও এই শর্ত নিশ্চিত করুক। এ ছাড়া পুতিনের ঘোষিত যুদ্ধলক্ষ্যের মধ্যে আরও একটি বড় দাবি আছে। সেটি হলো, ইউক্রেনকে সম্পূর্ণভাবে লুহানস্ক, দোনেৎস্ক, জাপোরিঝিয়া ও খেরসন অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। এসব অঞ্চলের বড় অংশ এখনো রুশ বাহিনীর দখলে নেই। কিন্তু পুতিন পুরো এলাকাকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে দাবি করেন।

ক্রেমলিনপন্থী বিশ্লেষকদের মতে, পুতিনের শর্তগুলো ট্রাম্পের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। মস্কোর কারণ, ট্রাম্প ইউক্রেনের পেছনে আর কোনো মার্কিন অর্থ ব্যয় করতে চান না’।

সের্গেই আরও বলেন, ইউক্রেনে নতুন সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষ মোটেই চায় না। তাই তা বন্ধ হলে বরং ইউক্রেন সরকার আরও শক্তিশালী হতে পারে।

তবে বাস্তবতা হলো, কিছুদিন স্থগিত রাখার পর যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি অস্ত্র সরবরাহ আবার শুরু করেছে। আর ইউক্রেনের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সেনা সমাবেশ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ফলে পুতিনের এসব শর্ত মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক দিমিত্রি আলপেরোভিচ ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘ওয়াশিংটনের অবস্থান যা-ই হোক, ইউক্রেনের হাতে এখনো অনেক কৌশলগত সুবিধা রয়েছে’। তিনি ব্যাখ্যা করেন, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া ইউক্রেন ইউরোপীয় মিত্রদের সমর্থন নিয়েও প্রতিরক্ষা চালিয়ে যেতে পারে। ‘এটি আরও কঠিন হবে। তবে এই বিকল্প তাদের হাতেই রয়েছে।’

অনেক বিশ্লেষকের মতে, পুতিন এখন সময়ক্ষেপণের কৌশল নিচ্ছেন। তাঁর সেনাবাহিনী কুর্স্ক অঞ্চলে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে পুরোপুরি সরিয়ে দিতে সময় চায়। পাশাপাশি, তিনি সম্ভবত কোনো শীর্ষ বৈঠকের মাধ্যমে ট্রাম্পকে একটি বৃহত্তর চুক্তির প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর সুযোগ খুঁজছেন।

বিশ্লেষক আন্তন বারবাশিন মনে করেন, পুতিন যদি তাঁর শর্তগুলো মেনে নিতে ট্রাম্পকে রাজি করাতে পারেন, তাহলে এটি ইউরোপের নিরাপত্তা কাঠামো নিয়ে আরও বড় আলোচনার পথ খুলে দেবে। ন্যাটো সম্পর্কে ট্রাম্পের সন্দেহের বিষয়টি গোপন নয়, তাই তিনি হয়তো এই আলোচনায় আগ্রহী হবেন, যা রাশিয়ার জন্য একটি দুর্লভ সুযোগ তৈরি করতে পারে।

একই সঙ্গে, পুতিনের ওপর ট্রাম্পের প্রভাব খুব কম বলে মনে হচ্ছে। রুশ প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার পরও দেশটির অর্থনীতি এখনো সচল। যদিও তা মূলত প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের মাধ্যমে টিকে আছে।

বার্লিনের কারনেগি রাশিয়া ইউরেশিয়া সেন্টারের বিশ্লেষক আলেকজান্ডার বাউনভ বলেন, ‘রাশিয়া কোনো চুক্তি প্রত্যাখ্যান করলেও কিংবা কৌশলগতভাবে সময় নষ্ট করলেও, ট্রাম্পের পক্ষে তা প্রতিহত করার তেমন কোনো উপায় নেই। সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হতে পারে, চাপ প্রয়োগের বদলে প্রলোভন দেখানো–কোনো বড় চুক্তির লোভ দেখানো’। আর এটাই হবে পুতিনের জন্য সবচেয়ে বেশি ফায়দা লোটার সুযোগ।

শগস সিমানভস্কি ডয়চে ভেলের সাংবাদিক

সৌজন্যে: ডয়চে ভেলে

পুতিনের মতে, এই যুদ্ধবিরতি ‘দীর্ঘমেয়াদি শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সংঘাতের মূল কারণ দূর করবে’। তবে এই অস্পষ্ট বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, আলোচনাকে মস্কোর দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যগুলোর দিকে নিয়ে যাওয়া। ‘রাশিয়া কোনো চুক্তি প্রত্যাখ্যান করলেও কিংবা কৌশলগতভাবে সময় নষ্ট করলেও, ট্রাম্পের পক্ষে তা প্রতিহত করার তেমন কোনো উপায় নেই। সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হতে পারে, চাপ প্রয়োগের বদলে প্রলোভন দেখানো–কোনো বড় চুক্তির লোভ দেখানো’। আর এটাই হবে পুতিনের জন্য সবচেয়ে বেশি ফায়দা লোটার সুযোগ। রাজনৈতিক বিশ্লেষক আন্তন বারবাশিন বলেন, ‘রাশিয়া এমন একটি যুদ্ধবিরতি চায়, যা সরাসরি শান্তি আলোচনার দিকে নিয়ে যাবে’। মস্কো আগে থেকেই কিছু ছাড় আদায় করতে চায়, যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, ইউক্রেন কখনোই ন্যাটোর সদস্য হবে না। বারবাশিনের মতে, রাশিয়া চায় যে শুধু ইউক্রেন নয়, ন্যাটোও এই শর্ত নিশ্চিত করুক। এ ছাড়া পুতিনের ঘোষিত যুদ্ধলক্ষ্যের মধ্যে আরও একটি বড় দাবি আছে। সেটি হলো, ইউক্রেনকে সম্পূর্ণভাবে লুহানস্ক, দোনেৎস্ক, জাপোরিঝিয়া ও খেরসন অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। এসব অঞ্চলের বড় অংশ এখনো রুশ বাহিনীর দখলে নেই। কিন্তু পুতিন পুরো এলাকাকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে দাবি করেন।

পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহ.-এর কি সরকারি সম্মান প্রাপ্য নয়?

নুরুল ইসলাম খান

মোজাদ্দেদে জামান ফুরফুরা শরীফের পীর আল্লামা শাহসুফি আলা হযরত আবু বকর সিদ্দিকী ওরফে দাদা হুজুরের ওফাত দিবস হল ১৭ মার্চ ১৯৩৯ সাল।

আজ থেকে ৮৬ বছর আগে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। তাঁর বেদনাদায়ক প্রয়াণ উপমহাদেশের সমগ্র স্তরের মানুষকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিলেন। দাদা হুজুরের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার বিশাল শূন্যতা আজও উপলব্ধি করেছেন সমগ্র জাতির। সেই সময়ে তাঁকে বলা হত ৫২ জেলার পীর, যেটা বর্তমানে ১০০টির বেশি জেলায় পরিনত। সেই মহান মনীষী ছিলেন বিদগ্ধ পন্ডিত, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং যুগ সংস্কারক। কথিত আছে, দাদা হুজুরের পূর্ব পুরুষ ছিলেন আমিরুল মুমেনিন সিদ্দিকী আকবর অর্থাৎ ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীকী (রা.) এর বংশধর। পীর সাহেবের মাজার মোবারক হুগলির ফুরফুরা শরীফে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, নেতা, মন্ত্রী থেকে শুরু করে রাষ্ট্র নেতারা এখানে এসেছেন দোয়া নিতে। দাদা হুজুরের মাজার জিয়ারত করতে সাধারণ মানুষদের ভিড় তো লেগেই থাকে সর্বক্ষণ।

মাত্র কয়েকদিন আগে পীর সাহেবের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঈসালে সওয়াব মাহফিল শেষ হল। ঐতিহ্যবাহী এই সভায় জনসমুদ্রের যে ঢেউ ছিল সেটাও ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। জন্মগ্রহন করেছিলেন ফুরফুরা শরীফে। পিতা ছিলেন হযরত মাওলানা মুক্তাদির সিদ্দিকী (রহ.)।মা ছিলেন মোহাব্বাতুন নিসা । পৃথিবীতে তার আগমনের সময় মুসলমান সমাজে ছিল ঘোর অন্ধকার। কুসংস্কার, রাহাজানি, শিরক, বিদায়াত ও ভন্ডামী সহ অনৈসলামিক কাজকর্মে সাধারণ মানুষ লিপ্ত ছিলেন। দুর্ভোগের সেই সময়ে ক্ষমতায় ছিল ইংরেজ সরকার। ধর্মগত বিরোধ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘাত ছিল প্রবল।শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিল অপ্রতুল।

কতিপয় ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র কাওমী মাদ্রাসা আধ্যাত্মিক অনুশীলন কেন্দ্র বলতে খানকাহ ছিল। অবিভক্ত বঙ্গ আসামে ছিলেন বহু বিদগ্ধ পন্ডিত। যেমন, শামসুল উলামা পীর হযরত গোলাম সালমানী ইসলামিক দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিত, আল্লামা, লুতফর রহমান বর্ধমানী

(রহ.) ।দাদা হুজুরের প্রাথমিক শিক্ষা মায়ের হাত ধরে।

তার পর সীতাপুর মাদ্রাসায়। পীর সাহেবের শিক্ষক ছিলেন হাফেজ মাওলানা জামাল উদ্দিন সাহেব। মাত্র ২৪ বছর বয়সে শিক্ষার উচ্চ শিখরে পৌঁছান। পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলনের মাধ্যমে হয়ে ওঠেন আধ্যাত্মিক জগতের প্রগাঢ় পন্ডিত। আরবি, ফারসি, উর্দু ও বাংলা ভাষাতেও তাঁর পান্ডিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কুরআন হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রের জ্ঞান ছিল অপরিসীম। সবদিক থেকেই দাদা হুজুর ছিলেন একজন আদর্শবান ও পূর্নাঙ্গ ব্যক্তিত্ব। সমাজ সেবা ও জনহিতকর কাজ করে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের মন জয় করেছেন। বিবাদ মিমাংসার জন্য তিনি নিজেই একটা কোর্ট কক্ষতে পরিণত হয়েছিলেন। অনাচার অবিচার ও শির্ক বিদাতের জন্য লেখনি শক্তিকে ভর করে বহু পুস্তিকা এবং হ্যান্ডবিল প্রচার করেন। সভা সমিতি অনুষ্ঠান করে সমাজের আল্লাহভোলা মানুষদের সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে জায়গা জায়গায় সভা করেছেন। রাতের অন্ধকারে ধর্মীয় সভা করে মানুষকে হেদায়েতের পথে আকৃষ্ট করতে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কমবেশি হাজার খানেক মক্তব মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। আনজুমানে জমিয়তে উলামায়ে বাংলা ও আসাম সহ অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে খিদমত করেছিলেন বৃহত্তর সমাজের। তাঁর পীরসাহেব ছিলেন রসুলে নোমা হযরত ফতেহ আলি ওয়ায়েসী যাঁর মাজার কলকাতার মানিকতলায়। দীর্ঘ ২২ বছর পীরের সান্নিধ্যে থেকে জাহেরি ও বাতিনি শিক্ষার উচ্চ মাকামের অধিকারি হন। পীর এরঁ নামে ফুরফুরা শরীফে ফাতিহিয়া খারিজিয়া মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন দাদা হুজুর। তিনি ফুরফুরা থেকে হিজরত করেন হুগলির দঁক-এ। সেখানে তাঁর নিজস্ব একটা খানকাহ আছে। প্রতি বছর এখানে মাহফিল হয়। এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে এলাকার উন্নয়নের সূচনা তিনি করলেও পরবর্তীতে হযরত বড় হুজুর সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। দাদা হুজুরের সময়ে বাংলার মানুষ ইসলামের পথে আকৃষ্ট হয়ে প্রকাশ্যে ধর্মীয় অনুশীলনে অনেকটাই সক্ষম হয়েছিলেন। তৎকালীন বাংলার বহু এলাকায় বিদআতি ও অনৈসলামিক কাজ গুলোকে ধংস করতে দাদা হুজুরের লাগামহীন পরিশ্রম আজও সমাজে ভাস্বর হয়ে আছে। পীর সাহেব বেশ কয়েকবার হজ্জ মোবারক পালন করেছিলেন। প্রিয় নবীজীর রওজা মোবারকে রাত্রি যাপন করেছিলেন যেটা অবশ্যই ব্যতিক্রম নজির। তাঁর তীক্ষ্ণ পাণ্ডিত্যের দৌলতে সুদুর আরবের ভূমি থেকে ৪০টি হাদিসের সনদ পান। এই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলার মুখ তিনি উজ্জ্বল করেছিলেন। শিক্ষা সমাজ সংস্কার, ধর্মীয় সভা, জনহিতকর কাজ, ভাষাগত সংগ্রাম ও বহুমুখী কর্মকাণ্ড করেছেন দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে।

জাতির সেবায় নিয়োজিত হয়ে সমস্ত মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলেন। বাংলাভাষার অগ্রসর,সমাজ সংস্কার,মানব জাতির কল্যাণ ও শিক্ষা সংস্কার সহ মহিলাদের শিক্ষীত করার জন্য তাঁর অসামান্য অবদান ইতিহাস হয়ে রয়েছে। কিন্তু, মহান শিক্ষানুরাগী এবং যুগ সংস্কারক হযরত দাদা হুজুর কে আজও কোন সরকারি স্বীকৃতি বা সম্মান দেওয়া হয়নি। তাঁর স্মরণে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠেনি! পীর আবু বকর সিদ্দিকী নামে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করার কথা হয়েছিল, সেটাও বিশ বাঁও জলে।দাদা হুজুরকে মরনোত্তর সম্মান দেওয়া হোক,এটা সময়ের দাবি এবং কয়েককোটি মানুষের মনবাসনা।

প্রথম নজর

ইফতার মজলিশে সম্প্রীতি রক্ষার ডাক হুমায়ুন কবিরের

এহসানুল হক ● হাড়োয়া

আপনজন: ফ্রন্টপেজ অ্যাকাডেমিতে এক বিশাল ইফতার মজলিস অনুষ্ঠিত হয় সোমবার। ইফতার মজলিসে আমন্ত্রিত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান মুহাম্মদ কামরুজ্জামান। এদিনের ইফতার মজলিশে বিশিষট্ অতিথি মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির দেশে যে অবস্থা চলছে সেই নিয়ে মানুষকে সচেতন করেন। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট না হয় তার দিকে আমাদের সবাইকে নজর রাখতে হবে। হিন্দু মুসলিম সবাই আমরা ভাই ভাই। সবাই মিলে এই পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে আমরা বাস করি। তাই কেউ যদি আমাদের এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে চাই আমরা ছেড়ে কথা বলব না। সবাইকে আগাম ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ঈদের যে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, ইসলাম সাম্য ও শান্তির ধর্ম। ইসলামে ধনী-দরিদ্র, কালো-সাদার কোন ভেদাভেদ নেই। দেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। যেভাবে বিশেষ সম্প্রদায়কে নিয়ে ভারতবর্ষের সম্প্রীতিকে নষ্ট করা হচ্ছে এটা খুবই কষ্টের। আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলে বসবাস করি এই ভারতবর্ষে। তাই হিন্দু মুসলমান জুজু দেখিয়ে আমাদের এই ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করতে পারবে না। কামরুজ্জামান বলেন ইফতার কেবল রোজাদারদের জন্যই উপহার স্বরূপ। ইফতারের স্বাদ কেবল রোজাদাররাই গ্রহণ করতে পারেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মাওলানা বাকিবিল্লাহ, হাড়োয়া যুব তৃণমূল কংগ্রেস তথা হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা, বসিরহাট মাওলানা বাগ দরবার শরীফের পীরজাদা খোবায়েব আমিন, আলী আকবর সহ একাধিক বিশিষ্ট জনেরা।

ইফতার মজলিশে শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সম্প্রতি বর্ধমান শহর লাগোয়া চান্দুলে ইকরা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের উদ্যোগে এক ইফতার মজলিসের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক ড. রমজান আলী, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্য আজিজুল হক, বিশিষ্ট শিক্ষক হাফেজ ওসমান গনি, বর্ধমান মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক সিদ্দিক হাসান এবং সাংবাদিক সফিকুল ইসলাম। ড. রমজান আলী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষায় মিশনগুলোর ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "শিক্ষার কারণে শুধু সংখ্যালঘুরা উন্নতি করছে না, বরং রাজ্যে এই মিশন শিক্ষার কারণে ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।" ইকরা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সম্পাদক ওমর ফারুক জানান, তারা শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি শিক্ষা আন্দোলন শুরু করেছেন। রাজ্যের প্রায় ৩০০টি সংখ্যালঘু স্কুলকে একত্রিত করে উন্নত শিক্ষার লক্ষ্যে কাজ করছেন। ভবিষ্যতে বড় পরিসরে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন, যেখানে আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিকতার সমন্বয় থাকবে।

বিধায়কের ইফতার পার্টি হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: হরিহরপাড়ায় বিধায়ক নিয়ামত শেখ-এর উদ্যোগে ইফতার পার্টি ও সাংগঠনিক আলোচনা সভা হরিহরপাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে রবিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ ইফতার পার্টি ও সাংগঠনিক আলোচনা সভা। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে তৃণমূল নেতাকর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় একটি সাংগঠনিক আলোচনা সভা। এরপর সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয় ইফতার পার্টির, যেখানে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষরা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ সদস্য জিল্লার রহমান, হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর, মুর্শিদাবাদ জেলা কিষাণ ও খেত মজদুর সেলের সাধারণ সম্পাদক জিন্নাত আলী, পঞ্চায়েত প্রধান ও অঞ্চল তৃণমূল সভাপতিরা ও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে আরো প্রাণবন্ত করে তোলে।

বিদ্যাধরী নদীর পাড়ে সরকারি জায়গা দখল করে গড়ে উঠছে অবৈধ নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বিদ্যাধরী নদী পাড়ে সরকারি জায়গা দখল করে গড়ে উঠছে অবৈধ নির্মাণ। অভিযোগের তীর বিধায়িকা ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে । সুন্দরবনে বিদ্যাধরী নদীর পাড়ে সরকারি জায়গা দখল করে গড়ে উঠছে অবৈধ নির্মাণ। আর সেই নির্মাণের জেরে নদীতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বেজায় সমস্যার মধ্যে পড়ছেন এলাকাবাসীরা। সরকারি আধিকারিককে অভিযোগ দায়ের স্থানীয়ের। তদন্তের আশ্বাস আধিকারিকের। অভিযোগের তীর মিনাখাঁর বিধায়িকা ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। বসিরহাটের সুন্দরবনের মিনাখাঁ বিধানসভার সোনাপুকুর-শংকরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন বাজার সংলগ্ন বিদ্যাধরী নদীর পাড়ের ঘটনা। স্থানীয় এক বাসিন্দা কারিবুল মোল্লার অভিযোগ করে বলেন, "বিদ্যাধরী নদীর পাড়ে সরকারি জায়গা দখল করে অবৈধ নির্মাণ করছেন মিনাখাঁর বিধায়িকা ঊষা রাণী মন্ডল ও তার স্বামী মিনাখাঁ বিধানসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল ঘনিষ্ঠ তথা সোনাপুকুর-শংকরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য নজরুল ইসলামের ভাই রবিউল ইসলাম। আমরা চাইছি দ্রুত এই কাজ বন্ধ হোক। তাহলে আমাদের নদীতে যাতায়াত করতে অনেক সুবিধা হবে।" অপর এক গ্রামবাসী বাবলু মোল্লা বলেন, "একপ্রকার গায়ের জোরে এই অবৈধ নির্মাণ করা হচ্ছে নদীর পাড়ে। আমরা চাইছি প্রশাসন এই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করুক। বাজারের সব্জির অনেক বর্জ্য এই এলাকায় ফেলা হতো। কিন্তু সেই সরকারি জায়গা দখল করায় সব্জি ব্যবসায়ীরা বেজায় সমস্যার মধ্যে পড়েছেন।" বিষয়টি নিয়ে সোনাপুকুর-শংকরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বাসিন্দা আব্দুল্লা মোল্লা হাড়োয়া ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেন। এবং সেখানে অনুরোধ করেন সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন অবিলম্বে নদীর পাড়ের ওই এলাকা দখলমুক্ত করুক। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই রবিউল ইসলাম বলেন, "ওটা আমাদের রায়ত সম্পত্তি। দীর্ঘদিন ধরে আমরা সেখানে ব্যবসা করেছি। বর্তমান সরকারের পাশাপাশি আগের সরকারও আমাদেরকে ওই জমি দিয়েছিল। প্রয়োজনে আমি সমস্ত নথিপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে যোগাযোগ করবো।" বিষয়টি নিয়ে হাড়োয়া ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক অমিতাভ ঘোষ বলেন, "একটি অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।'

কেন্দ্রীয় ওবিসি তালিকা থেকে বাংলার ৩২ টি পদবি বাদ নিয়ে ডেপুটেশন

বাইজিদ মন্ডল ● উস্থি

আপনজন: কলকাতা হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের পরে, ন্যাশনাল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস (এনসিবিসি) বাংলার ওবিসি তালিকা থেকে ৩২ টি মুসলিম পদবিকে বাদ দিয়েছে। তার প্রতিবাদে মিল্লি ইত্তেহাদ মগরাহাট ও বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল উস্থির বিডিও এস কে আসিফ ইকবালের কাচে গণডেপুটেশন দেয় সোমবার। ব্লক প্রশাসনের কাছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়গুলোর নেতারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো এই সংগঠনরে তরফ থেকে। সংগঠনের প্রতিনিধিরা ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দাবিও জানিয়েছেন। তারা ওবিসি সংক্রান্ত সমীক্ষার সময় যাতে সঠিক তথ্য উঠে আসে এবং কোনো সমস্যা না হয়, সে বিষয়ে বিডিও সাহেবের কাছে আর্জি জানান। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে মুখ্য আহ্বায়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তথা মগরাহাট মিল্লী ইত্তেহাদ এর আহবায়ক ড. জাহান আলি পুরকাইত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নুরনবী সরদার, সিকান্দার লস্কর, মনোয়ার হোসেন, মাওলানা নুর আলম, সামীম আখতার সহ অন্যান্যরা। বিডিও এস কে আসিফ ইকবাল সাহেব উর্ধতন কতৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশ উল্লেখ করে নমুনা সমীক্ষা সচেতন ও সঠিকভাবে সম্পাদনার আশ্বাস দেন। ব্লক অফিসের অন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত বিষয়টি ত্রুটিহীনভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হবে বলে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রতিনিধিদের কথা দেন। সংশ্লিষ্টক্ষেত্রে সংগঠনের পক্ষ থেকে সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে ডক্টর পুরকাইত বিডিও সাহেবকে আশ্বস্ত করেছেন। এই ঘটনাটি বাংলার রাজনীতি এবং সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রীতির আহ্বানে শেরশাহবাদিয়া ও নস্য শেখদের ইফতার মাহফিল

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘী ব্লকের রসাখোয়া আল জামিয়াতুল হাফিজিয়া সিরাজুল উলুম মাদ্রাসার প্রাঙ্গণ সোমবার সাক্ষী থাকল এক অনন্য সম্প্রীতির দৃশ্যের। দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে বসবাসরত শেরশাবাদিয়া ও নস্য শেখ জনগোষ্ঠীর ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য আরও দৃঢ় করতে আয়োজিত হলো এক বিশেষ ইফতার মাহফিল। শেরশাহবাদিয়া বিকাশ পরিষদ ও নস্য শেখ উন্নয়ন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে এই মাহফিল সমাজের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বার্তা বহন করল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শেরশাহবাদিয়া বিকাশ পরিষদের জেলা কার্যকরী সভাপতি হাজী মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, বিশিষ্ট সমাজসেবক সেখ শামসুল, খ্যাতনামা চিকিৎসক মুর্তাজা কামাল, জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ভবন ঘোষ, সমাজসেবী মোহনলাল সিংহ, মাইনুল হক, শেরশাহবাদিয়া সংগঠনের ব্লক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বাবলু, জুল্লুর রহমানসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই মাহফিলকে কেন্দ্র করে হাজী সাহাবুদ্দিন বলেন, "আমাদের এই বন্ধন যুগ যুগ ধরে অটুট ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সম্প্রীতির আলোয় আমাদের সমাজ আরও আলোকিত হবে।" সেখ শামসুলও এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, "ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সবাই একসঙ্গে এগিয়ে গেলে সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব।" চিকিৎসক মুর্তাজা কামাল বলেন, "এই ইফতার মাহফিল কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি একটি সামাজিক বন্ধনের উৎসব।" এই ইফতার মাহফিল একদিকে যেমন রোজাদারদের জন্য শান্তি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ তৈরি করেছে, তেমনই শেরশাহবাদিয়া ও নস্য শেখ জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করেছে।

মুম্বাইতে স্বামীর হাতে খুন গৃহবধূ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুম্বাইতে নিয়ে গিয়ে গৃহবধূকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, মাস তিনেক আগে রেখা বিবি দুই সন্তান রেখে বাহাদুরপুরের যুবক রয়েল শেখের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে তাকে বিয়ে করে। বিয়ের পর রয়েল তাকে মুম্বাইতে নিয়ে যায়। সেখানেই ভাড়া বাড়িতে থাকতো তারা। মৃতার পরিবারের দাবি, বিয়ের পর থেকেই রেখার ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চলছিল। ঘটনার দিন রয়েলের বাবার ফোনে খুনের হুমকি পাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ হয়। পরদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘরে বিছানায় রেখার ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখতে পান। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। দেহ বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় পরিবারের সদস্যরা। রেখার বাবার বাড়ির লোকজন রয়েলের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। যদিও অভিযুক্ত রয়েল শেখ পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ডায়মন্ড হারবারে সেবাশ্রয় শিবিরে হঠাৎ পরিদর্শন অভিষেকের

নকিবউদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা জুড়ে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দফার সেবাশ্রয় মেগা ক্যাম্প। মেগা ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিনে ডায়মন্ডহারবার মডেল সেবাশয় ক্যাম্পে ভিজিটে এলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সেবাশ্রয় মেগা ক্যাম্পে সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন তারই তদারকিতে সেবাশ্রয় ক্যাম্পে আছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ডহারবার বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ বলেন হঠাৎ করে সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ডায়মন্ডহারবার এই সেবাশ্রয়ের মডেল ক্যাম্পে আসেন এবং কি পরিস্থিতি চলছে তা তিনি লক্ষ্য নজর করেন রোগীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং পাশাপাশি এই ক্যাম্প যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে তার যে আয়োজন করা হয়েছে তার সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা সারা জমিনে ঘুরে দেখেন। যেমন নির্দেশ দিয়েছেন সাংসদ সেই ভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। অন্যদিকে সাতগাছিয়া সেবাশ্রয় ক্যাম্পে ঘুরে দেখেন ।

এইচএস পরীক্ষা কেন্দ্রে সংসদের পরিদর্শক দল

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা জেলার রতুয়া-১ ব্লকের বিভিন্ন পরীক্ষা ভেন্যুতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সোমবার হাজির হয় এক পরিদর্শক দল। এদিন পরীক্ষার জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক মহম্মদ বাসিরুল ইসলামের নেতৃত্বে এই পরিদর্শক দল বিভিন্ন ভেন্যু পরিদর্শন করে। এই দল ছিলেন ডিএসি সদস্য মহম্মদ অবাইদুল্লাহ, আনোয়ার সাদাত সহ অনান্যরা। এদিন বিভিন্ন ভেন্যুতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এদিন ছিল রাষ্ট্র বিজ্ঞান, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ও বিজনেস স্টাডিজ পরীক্ষা। এই প্রসঙ্গে পরীক্ষার জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক মহম্মদ বাসিরুল ইসলাম বলেন, জেলায় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এদিন রতুয়া-১ ব্লকের ও গাজোল ব্লকের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে।কোনও পরীক্ষা ভেন্যুতে অপ্রীতিকর ঘটনার কোন খবর নেই। এদিন এই পরিদর্শক দল বাহারাল হাই স্কুল, রতুয়া হাই মাদ্রাসা, দেবীপুর আর.এল সাহা হাই স্কুল, ভালুকা আর.এম.এম বিদ্যাপীঠ, ভাদো বিএসবি হাই স্কুল, সামসি এগ্রিল হাই স্কুল, গাজোল হাজি নাকু হাই স্কুল সহ অন্যান্য পরীক্ষা ভেন্যু পরিদর্শন করে।

ইফতার মজলিশে কাজল শেখ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সিউড়ি সোনাতোড় পাড়ার নিউ জেনারেশন ক্লাবের পরিচালনায় মারকাজ মসজিদে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত ইফতার এ উপস্থিত মাননীয় বীরভূম জেলার সভাধিপতি ফায়েজুল হক (কাজল সেখ) সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিনে ইফতার মজলিশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার বার্তা দেওয়া হয়। কাজল সেখ বলেন, এই বাঙলা সম্প্রীতির বাংলা। তাই যেকোনও মূল্যে সব ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বেআইনি জমি দখলদারি বরদাস্ত নয়: ফিরহাদ

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা সহ সারা বাংলা জুড়ে চলেছে বেআইনি জমি দখলদারি। বিশেষ করে জলা জমি বুজিয়ে বহুতল নির্মাণ এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই বিজেপির শঙ্কর ঘোষ বিধানসভায় প্রশ্ন তোলেন। উত্তরে ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট বলেন, আর কোনো বেআইনি দখলদারি বরদাস্ত করা হবে না। সম্প্রতি সোদপুর আমরাবতির মাঠ প্রমোটারের হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পানিহাটি পৌরসভার চেয়ারম্যানকে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পদত্যাগ করতে বলা হয়। বেআইনিভাবে জমি দখল করা নিয়ে ফিরহাদ বলেন, 'রাজ্য সরকারের জমি নীতি মেনে নিলাম ছাড়া অথবা মন্ত্রিগোষ্ঠীর অনুমোদন ছাড়া কোনও জমি কেউ দিতে পারবে না।' এর আগেই মুখ্যমন্ত্রী কড়া বার্তা দিয়েছিলেন, তাঁর সরকার কোনও ভাবেই বেআইনি পথে জমি, জলাশয়, ফুটপাত দখল বরদাস্ত করবে না।

জন্ম শংসাপত্রে গরমিল, ধৃত পঞ্চায়েতের সহায়করা

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: জন্ম শংসাপত্রে গরমিলের অভিযোগে ধৃত সাহেবনগর পঞ্চায়েতের সহায়ক রাজীব বিশ্বাস | তাকে নিয়ে সাহেবনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে অভিযান চালাল পলাশিপাড়া থানার পুলিশ। সেখানে বিভিন্ন নথি পরীক্ষা করা হয়। প্রায় চারশো জন্ম শংসাপত্রের নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । সেই সঙ্গে রাজীবকে বসিয়ে জন্ম শংসাপত্রের পোর্টালও পরীক্ষা করা হয়েছে। সেখানে রেজিস্ট্রার ও পোর্টালে ব্যাপক গরমিল দেখতে পায় পুলিশ। তবে এই দুর্নীতির পিছনে পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানের জড়িত থাকার দাবি করেছে রাজীব। যদিও তা অস্বীকার করেছেন তারা। পলাশিপাড়া থানার সাহেবনগর পঞ্চায়েতে তেহট্ট ২ ব্লক কর্তৃপক্ষ পলাশিপাড়া থানায় ঘটনার তদন্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অভিযোগ জানান। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পলাশিপাড়া থানার পুলিশ সাহেবনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়ক তথা বাগাখালির বাসিন্দা রাজীব বিশ্বাসকে গত শনিবার গ্রেপ্তার করে । সোমবার তাঁকে নিয়ে পঞ্চায়েতে যায় পুলিশ। এদিন পঞ্চায়েতে গিয়ে পুলিশ জন্ম মৃত্যুর রেজিস্ট্রার খতিয়ে দেখে। সব দেখার পর সরকারি যে পোর্টাল আছে সেটা দেখতে গিয়ে পুলিশ অবাক হয়ে যায়। অভিযোগ, রেজিস্ট্রার এর সঙ্গে পোর্টালের কোন মিল নেই। এমনকি বেশ কিছু শংসা পত্র দেওয়া হয়েছে যার কোন নথি পোর্টালে নেই। এরপর পুলিশ পঞ্চায়েত থেকে একাধিক নথি বাজেয়াপ্ত করেছে।

ভাগীরথীতে স্নানে নেমে তলিয়ে গেল ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নবদ্বীপের ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে জলের স্রোতে তলিয়ে গেল নবম শ্রেণীর এক ছাত্র। নবম শ্রেণীর ছাত্রের জলে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লো নদীয়ার নবদ্বীপে। বন্ধুদের সাথে নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় ওই কিশোর। প্রত্যক্ষদর্শীরা উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও শেষমেষ আর রক্ষা হলো না। জানা গেছে সোমবার দুপুরে নবদ্বীপের তেঘড়ি পাড়া বাঁশ বাগান রামদাস নন্দী লেন এলাকার চা বিক্রেতা সত্য সরকারের পুত্র সমর সরকার নদীতে স্নান করতে যাবে বলে বায়না ধরে। বাবা বারংবার নিষেধ করলেও বাবা মায়ের কথা কর্মপাত না করে মেজাজ দেখিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, এরপর বেশ কয়েকটি বন্ধু-বান্ধব সাথে নিয়ে নবদ্বীপের ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নামে। তারপরেই হঠাৎ জলের স্রোতে তলিয়ে যায় ওই কিশোর, অন্যান্য বন্ধুবান্ধবরা চিৎকার চেঁচামেচি করতেই ছুটে আসে স্থানীয়রা তবুও কিশোরকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

মেসিকে ছাড়াই ব্রাজিল ও উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে স্কালোনির আর্জেন্টিনা

আপনজন ডেস্ক: ২০২৬ বিশ্বকাপ দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে চলতি মাসে উরুগুয়ে এবং ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য আজ লিওনেল মেসিকে ছাড়াই ২৫ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি।
মেসির অনুপস্থিতির সম্ভাব্য কারণ চোট। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানিয়েছে, বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে মেজর লিগ সকারে আটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির ২-১ গোলে জয়ের ম্যাচে বাঁ উরুতে ব্যথা পান মেসি। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, উরুর মাংসপেশিতে টান পেয়েছেন মেসি। সুস্থ হয়ে উঠতে যুক্তরাষ্ট্রেই থাকবেন।
তবে মেসির অনুপস্থিতির কারণ জানায়নি আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচের জন্য ২ মার্চ ঘোষিত স্কালোনির প্রাথমিক স্কোয়াডে ছিলেন।
ফিটনেস নিয়ে তখনো সমস্যায় ছিলেন ৩৭ বছর বয়সী এ ফরোয়ার্ড।
মায়ামির হয়ে এ মাসে হিউস্টন ডায়নামো, ক্যাভেলিয়ার এসসি ও শার্লট এফসির বিপক্ষে খেলেননি। মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো ঝুঁকি এড়াতে 'ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট' এর অংশ হিসেবে মেসিকে সাইডলাইনে রেখেছেন।
আগামী শনিবার মন্টেভিডিওতে স্বাগতিক উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। এরপর ২৬ মার্চ বুয়েনস এইরেসে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে স্কালোনির দল। দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইয়ে ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উরুগুয়ে। ১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট পাওয়া ব্রাজিল টেবিলের পাঁচে। পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ ছয় দল দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ থেকে সরাসরি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পাবে। সপ্তম দলটিকে খেলতে হবে প্লে অফ।
মেসির পাশাপাশি পাওলো দিবালা, গঞ্জালো মন্তিয়েল ও জিওভানি লো সেলসোও এ দুটি ম্যাচের জন্য স্কালোনির স্কোয়াডের বাইরে রয়েছেন। দিবালা ও মন্তিয়েল চোটে ভুগছেন। লো সেলসোর জায়গা হয়নি কৌশলগত কারণে। আটলান্টার বিপক্ষে আজ ম্যাচের ২০ মিনিটে চোখধাঁধানো এক গোল করেন মেসি। এপি জানিয়েছে, এর কিছুক্ষণ পরই তিনি উরুতে চোট পান।
মায়ামির হয়ে তিনটি ম্যাচে অনুপস্থিতির পর গত বৃহস্পতিবার কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের শেষ ষোলো ফিরতি লেগে মাঠে ফেরেন মেসি। আটলান্টার বিপক্ষে ম্যাচের শুরু থেকেই তাঁকে খেলান মায়ামি কোচ মাচেরানো।

লারাদের হারিয়ে 'বুড়ো'দের ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার্স জিতে নিল ভারত

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর সাবেকদের টুর্নামেন্ট ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার্সও জিতল ভারত। রায়পুরে আজ ফাইনালে ব্রায়ান লারার ওয়েস্ট ইন্ডিজ মাস্টার্স দলকে ৬ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শচীন টেন্ডুলকারের ভারত মাস্টার্স দল।

ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার্স লিগের প্রথম আসর ছিল এটি। অভিষেক সেই টুর্নামেন্টে লারা-টেন্ডুলকার মুখোমুখি হওয়ায় ফাইনালটা একটু বাড়তি নজর কেড়েছিল। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা দুই ব্যাটসম্যানের ব্যক্তিগত লড়াইয়েও দলের মতোই বড় ব্যবধানে জিতলেন টেন্ডুলকার। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ করে ৭ উইকেটে ১৪৮ রান। এই স্কোরে লারার অবদান মাত্র ৬। ওপেন করতে নেমে ৬ বলেই এই রান করেন ক্যারিবীয় কিংবদন্তি। দলটির হয়ে ৪১ বলে সর্বোচ্চ ৫৭ রান করেন লেন্ডল সিমন্স। এ ছাড়া ৩৫ বলে ৪৫ রান করেছেন ওপেনার ডোয়াইন স্মিথ। ভারতীয় পেসার বিনয় কুমার নেন ২৬ রানে ৩ উইকেট। রান তাড়ায় অস্বাতি রায়ডুর সঙ্গে উদ্বোধনী জুটিতেই ৭.৫ ওভারে ৬৭ রানে এনে দেন টেন্ডুলকার। ১৮ বলে ২৫ রান করে টিনো বেস্টের বলে আউট হয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক। ৫০ বলে ৭৪ রান করে রায়ডু যখন ১৫তম ওভারে ফিরলেন জয়ে পায় হাতের মুঠোয় ভারতীয়দের। ১৮তম ওভারের প্রথম বলে জয় পেয়ে যায় ভারত মাস্টার্স।

২-০ গোলে পিছিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো কাকে বলে দেখিয়ে দিল বার্সেলোনা

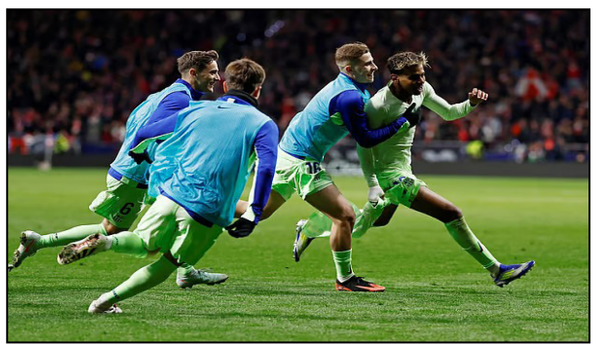

আপনজন ডেস্ক: ওপর-নিচ কোলাজ করা দুটি ছবি।
ওপরেরটিতে দেখা যাচ্ছে ৭২ মিনিটে ২-০ গোলে পিছিয়ে বার্সেলোনা। আর নিচেরটিতে দেখা যাচ্ছে ৯৮ মিনিটে উল্লাসরত বার্সা এগিয়ে ৪-২ গোলে। বার্সেলোনার ফেসবুক পেজে পোস্ট করা এই ছবির ক্যাপশনে লেখা, 'এটা সেটাই, যেটিকে আপনারা ঘুরে দাঁড়ানো বলেন।'
হ্যাঁ, আক্ষরিক অর্থেই গতকাল রাতে রিয়াদ এয়ার মেত্রোপলিতানোতে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়ানোর নতুন এক গল্প লিখেছেন লামিনে ইয়ামাল-ফেরান তরেসরা।
যেখানে ৭২ মিনিটে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে হারতে থাকা বার্সা শেষ পর্যন্ত জিতেছে ৪-২ গোলে। তাও জয়সূচক গোল দুটি এসেছে যোগ করা সময়ে। অবিশ্বাস্যই বটে। এই রূপকথার গল্প লেখার কৃতিত্বটা দিতে হবে ইয়ামাল ও তরেসকে। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে অসাধারণ এক গোল করে ম্যাচে প্রথমবারের মতো বার্সাকে এগিয়ে দেন ইয়ামাল। ৬ মিনিট পর ব্যবধান ৪-২ করেন তরেস। ৭৮ মিনিটে এই তরেসের গোলেই সমতায় ফিরেছিল বার্সা। সব মিলিয়ে অনবদ্য এক থ্রিলার লিখে শিরোপা লড়াইয়ে নিজেদের দাবিটা বেশ উঁচু স্বরেই জানিয়ে রাখল বার্সা। আর জিততে জিততে হেরে যাওয়া আতলেতিকো ট্রফির লড়াই থেকে খানিকটা পিছিয়েই পড়ল। থ্রিলার লিখে জেতার পর পয়েন্ট তালিকায় এক ম্যাচ হাতে রেখে এখন সবার ওপরে উঠে গেছে বার্সা। ২৭ ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট এখন ৬০। ২৮ ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্টও ৬০। কিন্তু হেড টু হেড পয়েন্টে এগিয়ে আছে বার্সা। পাশাপাশি গোল ব্যবধানেও বার্সার (+৪৮) চেয়ে রিয়াল (+৩২) বেশ পিছিয়ে। আর তিনে থাকা আতলেতিকোর পয়েন্ট ২৮ ম্যাচে ৫৬। এই মৌসুমে গতকালের আগে আতলেতিকোর বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলে কোনোটিতেই জিততে পারেনি বার্সা। লা লিগায় ঘরের মাঠে বার্সা হেরেছিল ২-১ গোলে, আর কোপা দেল রেতে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ম্যাচ ড্র হয়েছে ৪-৪ গোলে। এমন পরিস্থিতিতে আতলেতিকোর মাঠে কিছুটা সতর্ক থেকেই মাঠে নামতে হয় বার্সাকে। যদিও কোনো সতর্কতাই প্রথমার্ধে কাজে আসেনি। হুলিয়ান আলভারেজের দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে করা গোলে প্রথমার্ধের শেষ দিকে পিছিয়ে পড়ে বার্সা। বিরতির পর ম্যাচে ফেরার পথ খুঁজতে থাকা বার্সা বড় ধাক্কা খায় ৭০ মিনিটে। আলেক্সান্দার সরলোথের গোলে তখন ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে বার্সা। তবে এরপরই বদলে যেতে থাকে দৃশ্যপট। প্রথমে ৭২ থেকে ৭৮-এই ৬ মিনিটের মধ্যে বার্সা করে দুই গোল। প্রথমটি রবার্ট লেভানডফস্কি, দ্বিতীয়টি তরেস। আর ৯২ থেকে ৯৮ এই ৬ মিনিটের মধ্যে আসে আরও দুই গোল।
আর এই ১২ মিনিটের বার্সা-ঝড়ে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় আতলেতিকো। আর বার্সা লেখে ঘুরে দাঁড়ানোর নতুন এক গল্প। এই জয়ের পর ইউরোপিয়ান শীর্ষ ৫ লিগে চলতি বছর একমাত্র অপরাজিত দলও এখন বার্সেলোনা। এ বছর এখন পর্যন্ত ১৮ ম্যাচ খেলে ১৫টিতে জয় ও ৩টিতে ড্র করেছে হ্যান্সি ফ্লিকের দল। আর অপরাজিত থাকার পথে এই বছর বার্সা গোল করেছে সব মিলিয়ে ৬০টি।
পাশাপাশি এই ম্যাচ দিয়ে আরও একটি কীর্তি গড়েছে বার্সা। লা লিগায় এই শতকে প্রথমবারের মতো দুই গোলে পিছিয়ে থাকার পর শেষ ২০ মিনিটে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতল কাতালুনিয়ার ক্লাবটি।
দুর্দান্ত এই জয়ের পর ম্যাচ শেষে বার্সা কোচ ফ্লিক বলেন, 'আমরা যেভাবে খেলেছি, আমাদের আত্মবিশ্বাস যেমনটা ছিল সেটা সত্যিই দেখার মতো ছিল। আমরা ট্রফি জেতার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।

উমরানের এবার আইপিএলেই খেলা হচ্ছে না, বদলি এক নেট বোলার

আপনজন ডেস্ক: দুর্ভাগ্য পিছু ছাড়ছে না উমরান মালিকের। ২৫ বছর বয়সী এই পেসার এবার চোটের কারণে আইপিএল থেকে ছিটকে গেছেন। সেই যে গত বছরের আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেলেছেন, এরপর একের পর এক চোটে পড়ে তাঁর মাঠে ফেরা শুধু পিছিয়েই চলেছে।
উমরানের এবারের চোটে অবশ্য আরেকজনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। কলকাতা নাইট রাইডার্স উমরানের জায়গায় দলে ভিড়িয়েছে চেতন সাকারিয়াকে, যিনি দলটির নেট বোলার হিসেবে কাজ করছিলেন। ২০২২ আইপিএলে গতির ঝড় তুলে ভারতীয় ক্রিকেটে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন উমরান। জম্মু-কাশ্মীর থেকে উঠে আসা এই ফাস্ট বোলার তখন নিয়মিত ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বল করতেন। এর জেরে ভারত জাতীয় দলেও জায়গা করে নিয়েছিলেন। তবে খুব বেশি দিন ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেননি।
গত বছর সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে মাত্র ১টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন উমরান। তাতে এক ওভারে ১৫ রান দেওয়ার পর আর বলও হাতে পাননি।
২০২৪ আইপিএলের পর একাধিকবার চোটে পড়েন উমরান। একবার পায়ের পাতায়, একবার হ্যামস্ট্রিংয়ে, আরেকবার ডেঙ্গুতে ভুগে শেষ পর্যন্ত ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দুলীপ ট্রফিতে খেলতে পারেননি। পরে সুস্থ হয়ে মাঠে ফেরার পর আবার নিতম্বের চোটে পড়েন, মিস করেন রঞ্জি ট্রফি। এবারের আইপিএলের আগে মেগা নিলাম থেকে তাঁকে ৭৫ লাখ রুপিতে দলে ভেড়ায় কলকাতা নাইট রাইডার্স। গতকাল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি জানায়, সুস্থ না হয়ে ওঠায় আইপিএল খেলা হচ্ছে না উমরানের। তাঁর জায়গায় খেলবেন সাকারিয়া।
২৭ বছর বয়সী সাকারিয়াও অবশ্য দীর্ঘদিন ধরে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। সর্বশেষ তাঁকে মাঠে দেখা গেছে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে। এরপর কবজির চোটের কারণে তিনিও কোনো টুর্নামেন্ট খেলতে পারেননি। সম্প্রতি তাঁকে নেট বোলার হিসেবে কলকাতা নাইট রাইডার্সে নিয়ে আসেন বোলিং কোচ ভরত অরুণ। ২০২২ সালের নিলামে ৪ কোটি ২০ লাখ রুপিতে বিক্রি হওয়া সাকারিয়া নেট বোলার হিসেবে যোগ দেন মাত্র ২ লাখ রুপিতে। তবে উমরানের চোট তাঁকে আবার আইপিএলের মঞ্চে ফিরিয়ে এনেছে।
এর আগে আইপিএলের তিন মৌসুম রাজস্থান রয়্যালস ও দিল্লি ক্যাপিটালসে মোস্তাফিজুর রহমানের সতীর্থ ছিলেন চেতন সাকারিয়া। এবারের আসরের উদ্বোধনী ম্যাচেই খেলবে সাকারিয়ার কলকাতা নাইট রাইডার্স। ইডেন গার্ডেনে আগামী শনিবার দলটির প্রতিপক্ষ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

আগুনে আটকে পড়াদের বাঁচাতে গিয়ে মারা গেলেন ২৫ বছর বয়সী ফুটবলার

আপনজন ডেস্ক: নৈশ ক্লাবে ভয়াবহ আগুন লেগেছিল। ২৫ বছর বয়সী ফুটবলার আন্দ্রেজ লাজারভ নিজের জীবনের পরোয়া করেননি। নৈশ ক্লাবের ভেতরে আটকে পড়া জীবিতদের উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত লাজারভ আর বেঁচে ফিরতে পারেননি।
উত্তর মেসিডোনিয়ার কোচানিতে পালস ক্লাবে গতকাল এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। অফিশিয়ালদের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন জানিয়েছে, এ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ৫৯, আহত আরও ১৫৫। লাজারভ উত্তর মেসিডোনিয়ার শীর্ষ লিগের ক্লাব এফসি স্কোপাইয়ের মিডফিল্ডার ছিলেন।
ক্লাবটির পক্ষ থেকে নিজেদের ফেসবুক পেজে পোস্ট করা শোকবার্তায় লেখা হয়, 'গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি যে আমাদের ফুটবলার আন্দ্রেজ লাজারভ কোচানিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের শিকারদের একজন। আগুনের শিখা থেকে বাকিদের বাঁচাতে গিয়ে লাজারভ তাঁর জীবন হারিয়েছেন। এই সাহসী কাজের সময় ধোঁয়ার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চূড়ান্ত মুহূর্তে তাঁর এই সাহসিকতা ও মানবিকতা সব সময় স্মরণ রাখা হবে।'
মেসিডোনিয়ার অনূর্ধ্ব-১২ দলে খেলা লাজারভ গত সেপ্টেম্বরে স্কোপাইয়ে যোগ দেন। এর আগে খেলেন ক্রোয়েশিয়ার ক্লাব এইচএনকে গোরিকায়। রাজধানী স্কোপাই থেকে ১০০ কিলোমিটার পুবের শহর কোচানির পালস ক্লাবে এ ঘটনায় অগ্নিনির্বাপণকর্মীরা দ্রুত ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন।
মেসিডোনিয়ান হিপহপ ব্যান্ড ডিএনকের সেখানে কনসার্ট ছিল। হাজারখানেক মানুষ এই কনসার্ট দেখতে সেখানে জমায়েত হয়েছিলেন বলে জানিয়েছে মেইল অনলাইন। উত্তর মেসিডোনিয়ার বার্তা সংস্থা মিয়া.এমকে জানিয়েছে, ডিএনকে ব্যান্ডের মূল গায়ক আন্দ্রেস জর্জিওস্কিসহ ব্যান্ডের চিত্রগ্রাহক, আরেকজন গায়ক, ড্রামার ও কি-বোর্ড বাদকও আগুনে মারা গেছেন।
অনলাইন মিডিয়া আউটলেট এসডিকের বরাত দিয়ে মেইল অনলাইন জানিয়েছে, কনসার্ট শুরু হয় মধ্যরাতে আর আগুন লেগেছে আনুমানিক স্থানীয় সময় রাত তিনটার দিকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই ভয়াবহ আগুনের ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।
কনসার্টের ভেন্যুর ভেতরকার ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, মঞ্চে আতশবাজির জন্য পাইরোটেকনিকস ব্যবহার করা হয়, যা দাহ্য পদার্থ। দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যান্স টসকোভস্কি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আগুন লাগার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে পাইরোটেকনিকস থেকে অগ্নিশিখা মঞ্চের সিলিংয়ে পৌঁছে গিয়েছিল, যেটা খুবই দাহ্য পদার্থ দিয়ে বানানো। বিবিসির ভেরিফাই করা ফুটেজে দেখা গেছে, সিলিংয়ের আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন কনসার্টের উপস্থিতরা। জীবন বাঁচাতে হুড়াহুড়ি ও দৌড়াদৌড়িও করছেন তাঁরা।

সেই এমবাপ্পেই এখন বড় স্বপ্ন দেখাচ্ছেন রিয়ালকে

আপনজন ডেস্ক: গত বছরের নভেম্বরের শেষ দিকের কথা। ছন্দ হারিয়ে কিলিয়ান এমবাপ্পের তখন ছন্নছাড়া দশা। এরই মধ্যে লিভারপুলের কাছে চ্যাম্পিয়নস লিগে হারের পর ভাইরাল হয় এমবাপ্পের একটি ছবি। সেই ছবিতে দেখা যায়, ঘাড়ে ভর দিয়ে দুই পা ওপরে তুলে উল্টে আছেন ফরাসি তারকা। এ ছবি নিয়ে সে সময় হাসাহাসিও হয়েছে অনেকে। কেউ কেউ এ ছবিকে এমবাপ্পের চলমান দুর্দশার সঙ্গেও মিলিয়ে পাঠ করেছেন।
সমালোচক বা ট্রলকারীদের অবশ্য দোষ দেওয়ার খুব একটা সুযোগ ছিল না। সে সময়টায় ধারাবাহিকভাবেই বাজে পারফরম্যান্স করে যাচ্ছিলেন এমবাপ্পে। যা তাঁকে রীতিমতো কোণঠাসা করে ফেলেছিল।
লিভারপুলের বিপক্ষে সেই বাজে অভিজ্ঞতা অন্যভাবে ফিরে এসেছিল কদিন পর। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে রিয়ালের ২-১ গোলে হারের রাতে পেনাল্টি মিস করে বসেন এমবাপ্পে। এরপর কেউ কেউ তাঁকে ডাকতে শুরু করেন 'মিস পেনাল্টি' নামে। বেশ বিব্রতকর অভিজ্ঞতাই বটে। অথচ চিত্রটা মোটেই এমন হওয়ার কথা ছিল না। কয়েক বছর ধরে চলতে থাকা নাটকীয়তা ও উত্থান-পতনের পর্ব পার করে গ্রীষ্মের দলবদলেই পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে আসেন এমবাপ্পে। ঘটনার ঘনঘটা এবং নামের কারণে স্বাভাবিকভাবেই শুরু থেকে মাইক্রোস্কোপের নিচে ছিলেন এমবাপ্পে। তাঁর প্রতিটি মুহূর্তকে নজরদারি করা হচ্ছিল কঠোরভাবে।
দর্শক, সমর্থক, সাবেক ফুটবলার বা সংবাদমাধ্যম—সবার চোখ ছিল তাঁর ওপর। আর পান থেকে চুন খসলেই গেল গেল রব। 'রিয়াল তাকে কিনে ভুল করেছে' বা 'এমবাপ্পে চাপ নিতে পারেন না'—এমন কথাতেও ছেয়ে গিয়েছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।
অনেকটা অন্যায্যভাবেই দলের বাজে পারফরম্যান্সের বেশির ভাগ দায় বহন করতে হচ্ছিল তাঁকেই। এমনকি দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সময় দিতেও যেন সবার অনীহা।
এমন পরিস্থিতিতে জবাবটাকে এমবাপ্পেকে মাঠেই দিতে হতো। এমন নয় যে শুরু থেকে খুবই বাজে পারফরম্যান্স করছিলেন কিংবা তাঁকে মাঠে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সমস্যাটা ছিল ধারাবাহিকতায়। নিয়মিত একই তালে খেলতে পারছিলেন না। পাশাপাশি দলীয় সমন্বয়ে এমবাপ্পের ভূমিকাটা কেমন হবে, তা-ও স্পষ্ট ছিল না। এসব কারণে নিজেকে ঠিকঠাক মেলেও ধরতে পারছিলেন না। কেউ কেউ তখন তারকার আধিক্যের কারণে রিয়ালের এমন দশা কি না, সেই সন্দেহও করছিলেন। বিশেষ করে গ্যালাকটিকোস নিয়ে অতীত অভিজ্ঞতা ভালো না হওয়ায় এই আশঙ্কা একেবারে অমূলকও ছিল না।
কিন্তু এত সব নেতিবাচক আলাপের বিপরীতে একটি প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়েছিলেন এমবাপ্পে।
বিলবাওয়ের বিপক্ষে পেনাল্টি মিসের পর বলেছিলেন, 'কঠিন মুহূর্ত। কিন্তু এ পরিস্থিতি বদলানোর এবং আমি কে, সেটা দেখানোর সবচেয়ে ভালো সময়ও এটা।' এটি যে নিছক কথার কথা ছিল না, সেই প্রমাণ দিতে খুব বেশি সময় নেননি এমবাপ্পে। দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করতে শুরু করেন বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা। যা মৌসুমের শেষ ভাগে এসে দৃশ্যপটটাই যেন বদলে দিয়েছে। এ মুহূর্তে চলতি মৌসুমের অন্যতম সফল তারকার নাম বললে সে তালিকায় নিশ্চিতভাবেই আসবে এমবাপ্পের নাম।

খুদেদের সম্বর্ধনা দিল ডিপিএপসি

তন্ময় সিংহ ● মেদিনীপুর
আপনজন: ৪০ তম রাজ্য প্রাথমিক ক্রীড়ার সফলভাবে আয়োজন করে সারা রাজ্যে প্রশংসা কুড়িয়েছে শালবনী তথা পশ্চিম মেদিনীপুর। আয়োজক হিসেবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে আজ সংসদ কক্ষে শালবনী স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৪০ তম রাজ্য প্রাথমিক ক্রীড়ার জেলা ভিত্তিক সাতজন কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয় ও আগামী দিনে আরও ভালো ভাবে জেলায় ক্রীড়া পরিকাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করা হবে বলে জানান আজকের সঞ্চালক অখিল বন্ধু মহাপাত্র। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অনিমেষ দে সফলভাবে এই মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ার জন্য সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও আয়োজকদের ধন্যবাদ দেওয়ার পাশাপাশি, বিশেষ ধন্যবাদ দেন শালবনীর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও,আইসি সহ প্রশাসনের সমস্ত স্তর ও ক্রীড়া সংগঠক সন্দীপ সিংহ কে। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত কবি নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্যামপদ পাত্র, সংসদ সচিব প্রানতোষ মাইতি, শিক্ষক শান্তনু দে, অভিজিৎ ধাড়া, প্রদ্যুৎ মাইতি প্রমুখেরা। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ কে উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষিকাদের তরফে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দেওয়া হয়, শালবনীতে রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফলভাবে অনুষ্ঠিত করার জন্য। শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও সাংসদ জুন মালিয়া আগেই নেপাল সিংহের কর্মদক্ষতার প্রশংসা করেন ও রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল ও গেমস এন্ড স্পোর্টসের কোঅর্ডিনেটর পলাশ সাঁধুখাও খেলা শেষে তাঁকে বিশেষ সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**